# প্রচণ্ডচণ্ডিকা

বা

# ছিন্নমস্তাতন্ত্রম্

(মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ তীর্থ-ভারতী-সরস্বতী

নবভারত 

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

# প্রচণ্ডচণ্ডিকা

বা

# ছিন্নমস্তাতন্ত্রম্

(মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সমেত)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ তীর্থ-ভারতী-সরস্বতী

নবভারত 

পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

বিষ্ণুর্ব্বরিষ্ঠো দেবানাং হ্রদানামুদধির্যথা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা পর্ব্বতানাং হিমালয়ঃ ॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং রাজ্ঞামিন্দ্রো যথা বরঃ।
দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্ ॥

—মৎস্যসূক্তে

যদ্‌গৃহে নিবসেত্তন্ত্রং তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরায়তে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ সভায়াং রণমধ্যতঃ ॥
নির্জ্জনে চ জলে ঘোরে শ্বাপদৈঃ পরিভূষিতে।
মাহাত্ম্যাত্তস্য দেবেশি চমৎকারী ভবেৎ প্রিয়ে ॥

—বৃহন্নীলতন্ত্রে

অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং, ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি,
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ, পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি ॥

# প্রকাশকের নিবেদন

আলোচ্যমান তন্ত্রখণ্ড আমাদের ঘোষিত খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিতব্য ও পৃথক-পৃথক দশটি খণ্ডে সমাপ্য, মহাবিদ্যাতন্ত্রম্-এর অন্তর্গত ষষ্ঠখণ্ড। বিভিন্ন সম্পাদকগণের নিকট হইতে যখন যে-খণ্ডের সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাইতেছে সেই খণ্ডটিই তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহাতে সমগ্র গ্রন্থখানার প্রকাশন দ্রুততর হইবে। এই মহাগ্রন্থবিধৃত মহাবিদ্যাগণ প্রত্যেকেই এক অখণ্ড মহাশক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, বহিঃর্বিকাশে রূপ-বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলেও প্রতিটি মহাবিদ্যা এক আদি মাতৃকাশক্তিরই প্রস্ফুট বিস্তারমাত্র।

গুরূপদেশ ও যথার্থ নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ মন্ত্রশাস্ত্রের অভাবে তন্ত্রবিষয়ে সম্যগ্ জ্ঞান লাভ হয় না। তন্ত্রশাস্ত্র-বিধৃত মন্ত্রসমূহের নিগূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য্যার্থ যথাযথ পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধ জ্ঞানাভাবে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। বিশেষতঃ ক্রিয়া প্রণালীবদ্ধ ক্রম-নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত না হইলে উহা ফলপ্রদ হয় না। ফল-প্রাপ্তি না হইলে ক্রিয়ার ফলে লোকের আস্থা হ্রাস পায় এবং উহা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। ক্রিয়ানুষ্ঠাতার কর্ম্ম যাহাতে শুভ ও ফলপ্রদ হয়—অর্থ, শ্রম ও সময় অযথা নষ্ট না হয় তদুদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ পাঠ ও মন্ত্রার্থযুক্ত আলোচ্য তন্ত্রখণ্ডটি প্রকাশিত হইল। মন্ত্রাধীন দেবতা এবং মন্ত্র নিখুঁত অনুষ্ঠান-পারঙ্গম অনুষ্ঠাতাধীন। যথাবিহিত পদ্ধতিতে যত্নবান্ দক্ষ ক্রিয়াবিদের অনুষ্ঠিত ক্রিয়ার ফল দুর্নিরোধ্য ও অবশ্যম্ভাবী। অলমতি বিস্তরেণ—

# সূচীপত্র

প্রচণ্ডচণ্ডিকা যন্ত্রং

ছিন্নমস্তা (প্রকাশক কর্ত্তৃক এই ছবি স্বত্ত্ব সংক্ষিত)

# প্রচণ্ডচণ্ডিকাতন্ত্রম্

## ছিন্নমস্তা-প্রয়োগঃ

প্রচণ্ডচণ্ডিকাং বক্ষ্যে সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ।
যস্যাঃ প্রসাদমাত্রেণ সদাশিবো ভবেন্নরঃ ॥ ১
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনবান্ ভবেৎ ।
কবিত্বঞ্চ সুপাণ্ডিত্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২

অথ প্রচণ্ডচণ্ডিকামন্ত্রঃ । বিশ্বসারে যামলে চ—

লক্ষ্মীং লজ্জাং ততো মায়াং মাত্রাং দ্বাদশিকা[১]মপি ।
বজ্রবৈরোচনীয়ে দ্বে মায়ে ফট্ স্বাহয়া যুতঃ ॥ ৩
লক্ষ্মীবীজং যদাদ্যং স্যাত্তদা শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ।
লজ্জাবীজেন চাদ্যেন বশ্যতাং যান্তি যোষিতঃ ॥ ৪
মায়াবীজেন[২] চাদ্যেন মহাপাতকনাশনম্ ।
মাত্রাং দ্বাদশিকাং বীজমাদ্যং স্যান্মুক্তিদায়কম্ ॥ ৫

---

সর্ব্বকামফলপ্রদা প্রচণ্ডচণ্ডিকার মন্ত্রপূজাদি কথিত হইতেছে। প্রচণ্ডচণ্ডিকার অনুগ্রহমাত্রের দ্বারা মনুষ্য সদাশিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অপুত্রক পুত্র লাভ করে, নির্ধন ধনবান্ হয় এবং এই প্রচণ্ডচণ্ডিকা দেবীর অনুগ্রহ হইলে কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই। ১-২

অনন্তর প্রচণ্ডচণ্ডিকার মন্ত্র কথিত হইতেছে। প্রচণ্ডচণ্ডিকা ছিন্নমস্তারই নামান্তর। বিশ্বসারে ও রুদ্রযামলে বলিয়াছেন, প্রথমে লক্ষ্মীবীজ ( শ্রীঁ ), পরে লজ্জাবীজ ( কামবীজ ক্লীঁ ), মায়াবীজ ( হ্রীঁ ) বিন্দুযুক্ত দ্বাদশমাত্রা অর্থাৎ দ্বাদশস্বর ( ঐঁ ) 'বজ্রবৈরোচনীয়ে' এই পদ, পুনর্ব্বার দুইটি মায়াবীজ ( হ্রীঁ হ্রীঁ ) এবং স্বাহা যুক্ত ফট্ অর্থাৎ ফট্ স্বাহা। তাহা হইলে মন্ত্রটি এইরূপ হইবে—"শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা"। ৩

যখন শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্ স্বাহা—এইরূপ শ্রীবীজাদি মন্ত্র হইবে, তখন উহা সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধি প্রদান করে। লজ্জাবীজাদি মন্ত্র অর্থাৎ "ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র

---

১। কচিৎ—মাত্রাদ্বাদশিকামিতি পাঠঃ। মাত্রা স্বরঃ তস্য দ্বাদশিকামৈকারঃ।

২। অত্র মায়াপদেন মায়াবীজ-কূর্চ্চবীজ-ভেদাৎ দ্বিবিধত্বং মন্ত্রস্য, যথা—শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা। শ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা।

ভৈরবোঽস্য ঋষির্দ্দেবি সম্রাট্ ছন্দ উদীরিতম্।
ছিন্নমস্তা স্মৃতা দেবী বীজং কূর্চ্চদ্বয়ং পুনঃ।
স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থে বিনিয়োগ উদাহৃতঃ॥ ৬

অত্র লজ্জাপদং কামবীজপরম্ তথা চ,—

অত্র লজ্জাপদে দেবি কামবীজং বিতন্যতে।
মহাকালমতং[১] জ্ঞেয়ং মন্ত্রোদ্ধারং শুভাবহম্।

পূর্ব্বমায়াপদে ইতি পাঠে—মায়ায়াঃ পূর্ব্বং যদ্ লজ্জাবীজং তস্মিন্নিত্যর্থঃ। তথা চ—পূর্ব্বমায়াপদেন লজ্জাবীজমুচ্যতে, অন্যথা তাপিন্যাদিবিরোধঃ। তথা চ—

কামাদ্যাং বাগ্‌ভবাদ্যাং বা মায়াদ্যাং বা জপেৎ সুধীঃ।
লক্ষ্ম্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাম্॥ ৭

---

দ্বারা স্ত্রীলোকগণ বশীভূত হয়। মায়াবীজাদি (হ্রীঁ আদি) মন্ত্র দ্বারা মহাপাতক নাশ হয় অর্থাৎ "হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র আরাধনা করিলে সাধকের মহাপাতক বিনষ্ট হয়। দ্বাদশ স্বর (ঐঁ) আদিতে থাকিলে অর্থাৎ "ঐঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র হইলে উহা মুক্তিপ্রদ হয়। ৪-৫

হে দেবি! এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি, সম্রাট্ ছন্দ, ছিন্নমস্তা দেবতা, কূর্চদ্বয় (হুং হুং) বীজ এবং স্বাহা শক্তি ও অভীষ্ট লাভ কামনায় ইহার বিনিয়োগ (প্রয়োগ) কথিত হইয়াছে। ৬

এই মন্ত্রোদ্ধার স্থলে লজ্জা শব্দে কামবীজ বুঝিতে হইবে। তন্ত্রে তাহা উক্ত হইয়াছে যে, হে দেবি! এই মন্ত্রোদ্ধার স্থলে লজ্জাপদে কামবীজ (ক্লীং) গৃহীত হয়। ইহা মহাকালের মত জানিবে। এই মন্ত্রোদ্ধার শুভাবহ জানিবে। "পূর্ব্বমায়াপদে ইতি" পাঠে অর্থাৎ "পূর্বমায়াপদে দেবি! কামবীজং বিতন্যতে" এইরূপ পাঠ হইলে তাহার অর্থ হইবে—মায়ার পূর্বে যে লজ্জা বীজ, সেই লজ্জাবীজপদে। সুতরাং পূর্ব্বমায়া পদের দ্বারা লজ্জাবীজ কথিত হইতেছে। নতুবা তাপিনী প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত বিরোধ ঘটে। তাহাই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—সুধী কামবীজাদি বা বাগ্‌ভববীজাদি বা মায়াবীজাদি এই বিদ্যাকে জপ করিবে। অথবা চতুবর্গফলপ্রদ শ্রীবীজাদি এই বিদ্যাকে জপ করিবে। ৭

---

১। তেন মহাকালমতেঽয়ং মন্ত্র প্রাদুর্ভূতঃ।

অন্যেষাঞ্চ মুনীনাং মতে সর্ব্বত্র মায়াপদং কূর্চ্চপরম্ ॥ তত্রৈব—

বান্তং বহ্নিসমাযুক্তং রতিবিন্দুসমন্বিতম্ ।
লক্ষ্মীবীজমিদং প্রোক্তং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্ ॥
বামাক্ষিবহ্নিসংযুক্তং বিন্দুনাদবিভূষিতম্ ।
শিববীজং মহেশানি লজ্জাবীজমুদাহৃতম্ ॥
ঈশানমুদ্ধৃত্য পুরারিবীজং, সবিন্দুকং নাদবিভূষিতঞ্চ ।
সবামকর্ণং পরিতঃ প্রকল্প্য, মায়াং বদন্তীহ মনীষিণস্তাম্ ॥
দ্বাদশস্বরবর্ণং স্যান্নাদবিন্দুবিভূষিতম্ ।
বাগ্ভবং বীজমিত্যুক্তং সর্ব্ববাক্যবিশুদ্ধয়ে ॥

ইতি মন্ত্রচতুর্ব্বীজব্যাখ্যানাৎ । অয়ন্তু সমীচীনঃ ॥ ৮

ভৈরবমতে তু মায়া ভুবনেশ্বর্য্যেব ॥

লক্ষ্মীঃ প্রথমবীজেঽস্তি লজ্জাবীজে মনোভবঃ ।
তৃতীয়েঽস্মিন্ সদা দেবী মহাপাতকনাশিনী ।
চতুর্থে তু গুণাতীতা মুক্তিবিদ্যাপ্রদায়িকা ।

---

অন্যান্য মুনিগণের মতে সর্বত্র মায়াপদ কূর্চ্চবীজ পর অর্থাৎ মায়াশব্দে সর্বত্র কূর্চ্চবীজ ( হূঁ ) বুঝিতে হইবে।

যেহেতু তথায় এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বান্ত শ-কারে বহ্নি র-কার, রতি ঈ ও বিন্দু যোগ করিলে উহা লক্ষ্মীবীজ বলিয়া কথিত হয়। এই লক্ষ্মীবীজ সকল প্রকার কামনা ও অর্থের সিদ্ধি প্রদান করেন। হে মহেশানি ! শিববীজ হ্-কার বহ্নি র ও বামাক্ষি ঈ সংযুক্ত এবং নাদ ও বিন্দু বিভূষিত হইলে লজ্জাবীজ বলিয়া কথিত হয়। ত্রিপুরারিবীজ ঈশান হ-কারে বামকর্ণ উ-কার যোগ করিয়া তাহাতে বিন্দু ও নাদ যোগ করিলে মনীষিগণ তাহাকে মায়াবীজ বলেন। দ্বাদশস্বর এ-কারে নাদ ও বিন্দু যোগ করিলে মনীষিগণ উহাকে বাগ্ভব বীজ বলেন। এই মন্ত্রে সর্ব্বপ্রকার বাক্‌শুদ্ধি হয়। অর্থাৎ এই মন্ত্রের চারিটি বীজের এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে বুঝা যায়—'মায়া' পদ কূর্চ্চবীজপর। এই মতই সমীচীন। ৮

ভৈরবমতে 'মায়া' শব্দে ভুবনেশ্বরী বীজ হ্রীং। যেহেতু মন্ত্রার্থব্যাখ্যায় ইহা স্পষ্টিকৃত হইয়াছে। মন্ত্রার্থ যথা,—শ্রীঁ এই প্রথম বীজে লক্ষ্মী, দ্বিতীয় লজ্জাবীজে কামদেব, তৃতীয় বীজে মহাপাতকনাশিনী দেবী, চতুর্থবীজে ত্রিগুণাতীতা মুক্তিবিদ্যা-প্রদায়িনী বাগ্‌দেবী, ব-কারে সাক্ষাৎ বরুণ, জ-কারে

বকারে বরুণঃ সাক্ষাজ্জকারে তু সুরাধিপঃ।
রেফে হুতাশনো দেবো বকারে বসুধাধিপঃ।
ঐকারে ত্রিপুরাদেবী রেফে ত্রিপুরসুন্দরী।
ত্রৈলোক্যবিজয়া দেবী সদৈবৌকারসংস্থিতা।
চকারে চন্দ্রমা দেবো নকারে হি বিনায়কঃ॥
ঈকারে কমলা সাক্ষাদ্ য়েকারে চ সরস্বতী।
মায়াযুগ্মে সদা দেবী প্রকৃত্যা সহ সঙ্গতা॥
বৈখরী চৈব ফট্‌কারে স্বাকারে কুসুমায়ুধঃ।
হাকারে চ রতিস্তিষ্ঠেদেবং মন্ত্রসমুচ্চয়ঃ॥

ইতি ব্যাখ্যানাচ্চ॥ ৮

অস্য পূজাপ্রয়োগঃ। প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা মন্ত্রাচমনং কুর্য্যাৎ। যথা—

লক্ষ্মী-মায়া-কূর্চ্চ-বীজৈস্ত্রিভিঃ পীত্বাম্বু সাধকঃ।
বাগ্‌ভবেনোষ্ঠৌ সংমৃজ্য মায়াভ্যাঞ্চ দ্বিরুন্মৃজেৎ॥
কূর্চ্চেন ক্ষালয়েৎ পাণী এভির্মন্ত্রৈশ্চ[১] বিন্যসেৎ।

---

সুরাধিপতি, রেফে দেব হুতাশন, ব-কারে বসুধাধিপতি, ঐকারে ত্রিপুরাদেবী, রেফে ত্রিপুরসুন্দরী, ঔ-কারে ত্রৈলোক্যবিজয়া দেবী সংস্থিতা, চকারে চন্দ্রমা দেব, নকারে বিনায়ক, দীর্ঘ-ঈকারে সাক্ষাৎ কমলা, য়ে-কারে সরস্বতী, মায়াদ্বয়ে (দুই মায়াবীজ) প্রকৃতির সহিত দেবী অবস্থিতা, ফট্‌কারে শব্দজনিকা (বৈখরী) শক্তি, স্বা-কারে কামদেব এবং হা-কারে রতি অবস্থিতা আছেন। এই প্রকার মন্ত্র সমুচ্চয়। এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে মায়া শব্দে ভুবনেশ্বরী বীজ সমর্থিত হইয়াছে। ৮

অনন্তর ছিন্নমস্তাদেবীর পূজা-পদ্ধতি কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ সামান্য-পূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া মন্ত্রাচমন করিবে। সাধক লক্ষ্মী, মায়া ও কূর্চ্চবীজে ('শ্রীঁ হ্রীঁ হুঁ' এই মন্ত্রে) বারত্রয় জলপান করিয়া বাগ্‌ভববীজে (ঐঁ এই মন্ত্রে) ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জনা করিয়া, মায়া দুইটি দ্বারা ('হ্রীঁ হ্রীঁ' এই মন্ত্রে) পুনর্ব্বার বারদ্বয় ওষ্ঠ মার্জ্জনা করিবে। অনন্তর কূর্চ্চবীজের দ্বারা (হুঁ এই মন্ত্রে) হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বারা মুখাদি স্পর্শ করিবে। শ্রীঁ এই মন্ত্রে বক্ত্র, হ্রীঁ এই মন্ত্রে দক্ষিণনাসিকা, হুঁ এই মন্ত্রে

---

১। এভির্মন্ত্রৈরিতি। বক্ষ্যমাণৈঃ শ্রীং হ্রীং হুং ঐঁ ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ ওঁ বীজৈরিত্যর্থঃ।

শ্রী-মায়া-কূর্চ্চ-বাক্-কাম-ত্রিপুটা-ভগ-বর্ত্তুলৈঃ[১] ।
কাম-কলাঙ্কুশাভ্যাঞ্চ[২] বক্ত্র-নাসাক্ষি-শ্রোত্রয়োঃ ॥
নাভি-হৃন্মস্তকং চাংসৌ স্পৃষ্ট্বা শম্ভুর্ভবেৎ ক্ষণাৎ ।
আচম্যৈবং ছিন্নমস্তাং বৎসরাৎ তাং প্রপশ্যতি ॥ ৯

ততঃ প্রাণায়ামান্তং বিধায় ষোঢ়ান্যাসং কুর্য্যাৎ ।

মন্ত্রষোঢ়াং[৩] ততঃ কুর্য্যাৎ ত্রৈলোক্যবশকারিণীম্ ।
শ্রী-বালা-ত্রিপুটা-যোনি-প্রাসাদ-প্রণবৈস্তথা ॥

---

বামনাসিকা, ঐঁ এই মন্ত্রে দক্ষিণচক্ষুঃ, ক্লীঁ এই মন্ত্রে বামচক্ষুঃ, 'শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ' এই মন্ত্রে দক্ষিণকর্ণ, ঐঁ এই মন্ত্রে বামকর্ণ, ওঁ এই মন্ত্রে নাভি, ক্লীঁ এই মন্ত্রে হৃদয়, ঈঁ এই মন্ত্রে মস্তক এবং ক্রোং এই মন্ত্রে স্কন্ধদ্বয় স্পর্শ করিবে। এইরূপ স্পর্শ করিয়া সাধক শীঘ্র শিবস্বরূপ হয়। উক্ত প্রকারে আচমন করিয়া ছিন্নমস্তা দেবীর আরাধনা করিলে সাধক সংবৎসরকাল মধ্যে দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। ৯

অনন্তর সামান্য পূজা বিধি অনুসারে প্রাণায়াম পর্য্যন্ত সকল কার্য্য করিয়া ষোঢ়ান্যাস করিতে হইবে। তাহাই তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তাহার পর অর্থাৎ প্রাণায়ামের পর ত্রৈলোক্যবশকারিণী মন্ত্রষোঢ়ার শ্রীং অং নমঃ…শ্রীং ক্ষং নমঃ ; ক্লীং অং নমঃ…ক্লীং ক্ষং নমঃ ইত্যাদি আকারে মাতৃকান্যাস স্থানে ন্যাস করিবে। শ্রীবীজ ( শ্রীঁ ) বালাবীজ ( ঐং ক্লীং সৌঃ ) ত্রিপুটাবীজ ( শ্রীঁ হ্রীঁ

---

১। ভগবর্ণকৈরিতি তন্ত্রসার-মুদ্রিত-পাঠঃ। বর্ত্তুলৈরিতি আগমতত্ত্ববিলাস-ধৃতপাঠঃ। অয়ং সমীচীনঃ, বর্ণক-শব্দস্য প্রণববাচকত্বাদর্শনাৎ বর্ত্তুলস্য তথা দর্শনাচ্চ।

ভগবৈকারঃ। স চ বাগ্ভব-বীজং, "ক্ষমাত্মকো জগদ্যোনিঃ পরঃ পরনিরোধকৃৎ" ইতি বর্ণমালায়াং দ্বাদশস্বর-কথনাৎ কেবল-যোনিবাচকস্যাপি তদ্বাচকত্বাৎ।

২। কামকলেতি। কামঃ ( ক্লীং ) কলা ( ঈং ) অঙ্কুশঃ ( ক্রোং ) ইত্যর্থঃ। পূজ্যপাদ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সম্পাদিত বীরেশ নাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনূদিত বঙ্গবাসী সংস্করণ তন্ত্রসারে ফুট নোটে কামকলা ( ঈং ) অঙ্কুশঃ ( ক্রোং ) এরূপ ব্যাখ্যা মুদ্রিত আছে। এই ব্যাখ্যা কাহার, তাহার উল্লেখ নাই। যদিও কামকলা শব্দে ঈং বুঝায়, তথাপি এখানে এই ব্যাখ্যা যথার্থ মনে হয় না। কারণ মুখাদি স্পর্শস্থান এগার। এই ব্যাখ্যায় তাহার শ্রীবীজাদি মন্ত্র হয় নব। মন্ত্ররহিত স্পর্শ হইতে পারে না। এজন্য আমি এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছি। সুধী সাধক নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

৩। শ্রীঁ অং নমঃ শ্রীঁ আং নমঃ ইত্যাদি-ক্রমেণ ষোড়শবারং ন্যাসং কুর্য্যাৎ।

শ্রীর্লক্ষ্মীবীজম্, বালা বাগ্ভবঃ কামঃ সৌরিতি বীজত্রয়ম্। ত্রিপুটা লক্ষ্মী-মায়া-কাম-

কালী-বধ্বঙ্কুশৈঃ কামকলাকূর্চ্চাস্ত্রকৈঃ[১] ক্রমাৎ।
ষোড়শীমনুবর্ণৈশ্চ[২] পৃথগষ্টাদশাক্ষরৈঃ[৩] ॥

---

ক্লীঁ ) যোনিবীজ ( ঐঁ ) প্রাসাদবীজ ( হৌঁ ) প্রণব ( ওঁ ) কালীবীজ ( ক্রীঁ ) বধূবীজ, ( স্ত্রীং ), অঙ্কুশবীজ ( ক্রোং ), কামবীজ ( ক্লীং ), কলাবীজ ( ঈঁ ),

---

বীজাত্মক-বীজত্রয়ম্। যোনির্জগদযোনিরৈকারঃ, "ক্ষমাত্মকো জগদ্‌যোনিঃ পরঃ পরনিরোধকৃৎ।" ইতি বর্ণমালাদর্শনাৎ। প্রকৃতে তদ্‌ঘটিতত্বাদ্ বাগ্‌ভববীজম্। প্রাসাদঃ শিববীজং, প্রণবঃ ওঙ্কারঃ, কালী কালীবীজম্, বধূর্বধূবীজম্, অঙ্কুশঃ ক্রোং, কামকলা ঈং, কূর্চং স্পষ্টং, অস্ত্রং ফট্‌কারঃ। আঃ তঃ বিঃ কৃতব্যাখ্যা।

১। শ্রীঁ, ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ, শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ, ঐঁ, হৌঁ, ওঁ, ক্রীঁ, স্ত্রীঁ, ক্রোঁ, ক্লীং, ঈঁ, হূঁ, ফট্।

২। ষোড়শীমনুবর্ণৈরিতি। অস্যাঃ উক্ত-ষোড়শীমন্ত্রবর্ণৈরিত্যর্থঃ। পৃথক্ প্রত্যেকবর্ণম্। অষ্টাদশাক্ষরৈরিতি। এতদীয়-কমলা-ভুবনেশানীত্যাদি-বক্ষ্যমাণাষ্টাদশাক্ষরীবর্ণৈরিত্যর্থঃ। এভিরিতি ইত্যুক্তৈরেকপঞ্চাশদ্বর্ণৈরিত্যর্থঃ। আঃ তঃ বিঃ কৃতব্যাখ্যা।

শ্রীঁ অঁ নমঃ, ঐঁ আঁ নমঃ, ক্লীং ইঁ নমঃ, সৌঃ ঈঁ নমঃ, শ্রীঁ উঁ নমঃ, হ্রীঁ ঊঁ নমঃ, ক্লীঁ ঋঁ নমঃ, ঐঁ ৠঁ নমঃ, হৌঁ ৯ঁ নমঃ, ওঁ ৡঁ নমঃ, ক্রীঁ এঁ নমঃ, স্ত্রীঁ ঐঁ নমঃ, ক্রোঁ ওঁ নমঃ, ঈঁ ঔঁ নমঃ, হূঁ অঁ নমঃ, ফ অঃ নমঃ, ট্ কঁ নমঃ।

শ্রীঁ খঁ নমঃ, হ্রীঁ গঁ নমঃ, হূঁ ঘঁ নমঃ, ঐঁ ঙঁ নমঃ, ব চঁ নমঃ, জ্র ছং নমঃ, বৈ জং নমঃ, রো ঝং নমঃ, চ ঞং নমঃ, নী টং নমঃ, য়ে ঠং নমঃ, হূং ডং নমঃ, হূং ঢং নমঃ, ফট্ ণং নমঃ, স্বা তং নমঃ, হা থং নমঃ।

শ্রীং দং নমঃ, হ্রীং ধং নমঃ, হূং নং নমঃ, ঐং পং নমঃ, ব ফং নমঃ, জ্র বং নমঃ, বৈ ভং নমঃ, রো মং নমঃ, চ যং নমঃ, নী রং নমঃ, য়ে লং নমঃ, শ্রীং বং নমঃ, হ্রীং শং নমঃ, হূং ষং নমঃ, ঐং সং নমঃ, ফট্ হং নমঃ, স্বা লং নমঃ, হা ক্ষং নমঃ। ইতি আগমতত্ত্ববিলাস-ধৃত-বীজষোঢ়ান্যাসঃ।

উক্ত সংস্করণের তন্ত্রসারের ফুট নোটে ষোঢ়ান্যাস স্থলে "শ্রীং অং নমঃ, শ্রীং আং নমঃ" ইত্যাদি ক্রমেণ ষোড়শবারং ন্যাসং কুর্য্যাৎ" এই ব্যাখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে। এইটী কাহার ব্যাখ্যা, তাহার উল্লেখ নাই। সংস্কৃত কলেজের ১২৫৮নং আগমতত্ত্ববিলাসের পুঁথিতে এবং আমার পুঁথিতে এরূপ ব্যাখ্যা নাই। অন্য কোন পুঁথিতে আছে কিনা দেখি নাই।

"মন্ত্রষোঢ়াং ততঃ কুর্য্যাৎ" এই বচনে মন্ত্রষোঢ়া বিহিত হইয়াছে। "এষা ব্রহ্মস্বরূপা হি বীজষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা" এই বচনে বীজষোঢ়াও বলা হইয়াছে। এই দুই বচনে দুইটী শব্দের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় সরলভাবে বুঝা যায়, মন্ত্রষোঢ়া ও বীজষোঢ়া পৃথক্। দুইটি পৃথক্ হইলে মন্ত্রষোঢ়া পূর্বোক্ত ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা যোলবার কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ৫ পৃষ্ঠার ৩ নং টিপ্পনীও সঙ্গত হয়। ঐ মন্ত্রষোঢ়ার পরে শ্রী-বালা ইত্যাদি ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা, পরে পূর্বোক্ত ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা, পরে

এভির্বীজৈর্মাতৃকার্ণান্ স্বেষু স্থানেষু বিন্যসেৎ।
এষা ব্রহ্মস্বরূপা হি বীজষোঢ়া প্রকীর্ত্তিতা ॥
অস্যাঃ সংন্যসনাৎ সর্ব্বে বজ্রদেহা ভবন্তি হি।
সর্বৈশ্বর্য্যযুতাস্তে হি জীবন্মুক্তা দশাব্দতঃ ॥ ১০

---

কূর্চ্চবীজ (হূঁ) ও অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) এই সপ্তদশাক্ষর মন্ত্রবর্ণের প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা পরে পূর্বোক্ত শ্রীং ক্লীং হ্রীং (হুং) ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং (হুং হুং) ফট্ স্বাহা—এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা অবশিষ্ট মাতৃকাবর্ণের এবং পরে অষ্টাদশাক্ষর শ্রীং হ্রীং হুং ঐং বজ্র-বৈরোচনীয়ে শ্রীং হ্রীং হুং ঐং ফট্ স্বাহা এই মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণকে তাহার নিজ নিজ স্থানে ন্যাস করিবে। এই বীজষোঢ়া ব্রহ্মস্বরূপা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এই ষোঢ়ান্যাস করিলে সকলে বজ্রবৎ দৃঢ়দেহ হইয়া থাকেন। তাঁহারা দশ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। ১০

---

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণ দ্বারা বীজষোঢ়া হইবে। কিন্তু ইহা বচনে বা ব্যাখ্যায় স্পষ্ট হয় নাই। পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয়ও কোন আলোকপাত করেন নাই।

আগমতত্ত্ব বিলাসেও তাহা স্পষ্ট হয় নাই। যদি মন্ত্রষোঢ়া পৃথক্ হয়, তবে পূর্বোক্ত ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণ দ্বারা প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণের ন্যাস হইলে ষোলবার ন্যাস হইবে। কিন্তু আগমতত্ত্ববিলাসে এইরূপ ন্যাস প্রদর্শিত হয় নাই। সেখানে শ্রীবালা ইত্যাদি ক্রমে ন্যাস প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, তিনি মন্ত্র ষোঢ়ারই ব্যাখ্যারূপে "শ্রীবালা" ইত্যাদিকে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রষোঢ়া ও বীজ ষোঢ়াকে এক করিয়া "শ্রীবালা" ইত্যাদির ফট্কে দুই বর্ণ ধরিয়া সপ্তদশ অক্ষর, পূর্বোক্ত ষোড়শাক্ষর মন্ত্রের ষোড়শাক্ষর এবং কমলা ভুবনেশানী ইত্যাদির অষ্টাদশ অক্ষরের দ্বারা একপঞ্চাশৎ (৫১) মাতৃকাবর্ণের ন্যাস দেখাইয়াছেন। ইহাতে ফট্কারের ন্যাস প্রথমে ফ ও ট্‌কে পৃথক্ করিয়া দুই স্থানে পরে ফট্‌কে একবর্ণ ধরিয়া এক এক স্থানে লিখিত হইয়াছে। এরূপ বৈপরীত্যের কোন ব্যাখ্যা বা প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। কামকলাকে এক না করিয়া কাম (কামবীজ) ও কলাকে পৃথক্ করিলে প্রথমটী সপ্তদশাক্ষর হয়। "রমা কামস্তথা লজ্জা" ইত্যাদি পরবর্ত্তী বচনে কাম শব্দে কামবীজ গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইলে ফট্কারকে ভাগ করিতে হয় না। তাহাতে প্রথম শ্রীবালা ইত্যাদির সপ্তদশ অক্ষর, মধ্যে ষোড়শাক্ষর মন্ত্রবর্ণের ষোড়শ অক্ষর, শেষে কমলা ভুবনেশানী ইত্যাদির অষ্টাদশাক্ষর এই ৫১ টী বীজাক্ষর দ্বারা ৫১ টী মাতৃকাবর্ণের মাতৃকা স্থানে ন্যাস করিলে ফট্কারকে কোন স্থানে বিভাগ করিতে হয় না। প্রকৃত পক্ষে এস্থলে ষোঢ়ান্যাসটির আকার কিরূপ হইবে, তাহা সুধী সাধকগণ বিজ্ঞ গুরুর উপদেশ অনুসারে স্থির করিয়া লইবেন।

০। পৃথগষ্টাদশাক্ষরীতি কচিৎ পাঠঃ।

ততঃ ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ। অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব-ঋষিঃ সম্রাট্ ছন্দশ্ছিন্নমস্তা দেবতা হূঙ্কারদ্বয়ং বীজং স্বাহা শক্তিরভীষ্টার্থসিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। যথা—

শিরসি—ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ।

মুখে—সম্রাট্ছন্দসে নমঃ।

হৃদি—ছিন্নমস্তায়ৈ[1] দেবতায়ৈ নমঃ।

গুহ্যে—হূঁ হূঁ বীজায় নমঃ।

পাদয়োঃ—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ॥ ১১

ততঃ করাঙ্গন্যাসৌ।—

ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইতি কনীয়সি।

ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা ইতি পবিত্রাঙ্গুলয়োঃ[2]।

ওঁ উং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা ইতি মধ্যময়োঃ।

ওঁ ঐঁ পাশায় কবচায় স্বাহা ইতি তর্জ্জন্যোঃ।

ওঁ ঔঁ ক্রোং[3] নেত্রত্রয়ায় স্বাহা ইতি অঙ্গুষ্ঠয়োঃ।

ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্ ইতি করতল-পৃষ্ঠয়োঃ।

এবং হৃদয়াদিষু[4]। তদুক্তং ভৈরবতন্ত্রে—

উচ্চরেৎ পূর্ব্বমাকারং বিন্দুলাঞ্ছিতমস্তকম্।

খড়্গায় হৃদয়ায়েতি স্বাহা-যুক্তং কনীয়সি॥

---

তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হইবে। এই ঋষ্যাদি ন্যাসের প্রণালী মূলে লিখিত মন্ত্র ও প্রণালী ক্রমে করিতে হইবে। ১১

তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিবে। ইহার করাঙ্গন্যাসে কিঞ্চিৎ বৈষম্য (প্রভেদ) আছে। অন্যান্য দেবতার পক্ষে অগ্রে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীতে, তৎপরে তর্জ্জন্যাদি অঙ্গুলীতে ন্যাস করিতে হয়। এই দেবতার ন্যাসে অগ্রে কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে, তৎপরে অনামিকা, মধ্যমা, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীতে ন্যাস করিতে হইবে। মূলে এই ন্যাসের মন্ত্রাদি লিখিত আছে, দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। এইরূপে হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবে। ভৈরবতন্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন যে—প্রথমে মস্তকে বিন্দুযুক্ত আকার উচ্চারণ করিয়া ‘খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা’ এই বলিয়া দুই হস্তের কনিষ্ঠা

---

১। প্রচণ্ডচণ্ডিকায়ৈ ইতি কচিৎ পাঠঃ। ২। অনামা-পবিত্রাঙ্গুল্যোঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

৩। ওঁ ঔঁ ক্রোং পাশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা ইতি অঙ্গুষ্ঠয়োঃ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

৪। ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদিনা হৃদয়াদিষু ন্যসেৎ।

ঈঙ্কারঞ্চ ততো দেবি চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ।
সুখড়্গায় ততো বাচ্যম্ শিরসে তদনন্তরম্ ।।
স্বাহাযুক্তং ততো বাচ্যং পবিত্রাঙ্গুলিসংযুতম্ ।
উকারঞ্চ ততো বাচ্যং বিন্দুলাঞ্ছিতমস্তকম্ ।।
সুবজ্রায় ততো বাচ্যং শিখায়ৈ চ ততঃ পরম্ ।
স্বাহান্তং মধ্যমায়াঞ্চ বিন্যসেৎ তদনন্তরম্ ।।
মাত্রাং দ্বাদশিকাং দেবীং বিন্যসেচ্চ ততঃ পরম্ ।
পাশায়েতি সমুচ্চার্য্য প্রবদেৎ কবচায় চ ।
স্বাহান্তং বিন্যসেন্মন্ত্রং তর্জ্জন্যাং তদনন্তরম্ ।।
ঔঙ্কারঞ্চ ততো দেবি চাঙ্কুশং তদনন্তরম্ ।
নেত্রত্রয়ায় স্বাহান্তমঙ্গুষ্ঠে করয়োর্দ্বয়োঃ ।।
অকারঞ্চ বিসর্গান্তং সুরক্ষাক্ষর-সংযুতম্ ।
অসুরক্ষায়-সংযুক্তমস্ত্রায়েতি ততঃ পরম্ ।।
ফড়ক্ষর-সমাযুক্তং বিন্যসেৎ তলপৃষ্ঠয়োঃ ।।

অঙ্গন্যাসস্য প্রমাণম্—

হৃদি মূর্দ্ধ্নি শিখায়াঞ্চ কবচে নেত্রমণ্ডলে ।

---

অঙ্গুলীতে ন্যাস করিবে। হে দেবি! তৎপর চন্দ্রকোটি তুল্য প্রভাবশালী 'ঈং' উচ্চারণপূর্ব্বক 'সুখড়্গায়' বলিয়া তাহার পর 'শিরসে স্বাহা' এই বলিয়া দুই হস্তের অনামারূপ পবিত্রাঙ্গুলীতে ন্যাস করিবে। তদনন্তর মস্তকে বিন্দুযুক্ত 'উং'-কার উচ্চারণ করিয়া পরে 'সুবজ্রায়' বলিয়া পরে স্বাহান্ত শিখায়ৈ অর্থাৎ 'শিখায়ৈ স্বাহা' বলিয়া দুই হস্তের মধ্যমাঙ্গুলীতে ন্যাস করিতে হইবে। অতঃপর দেবী দ্বাদশিকা মাত্রা 'ঐং' উচ্চারণ করিয়া পরে 'পাশায়' ও স্বাহান্ত কবচায় অর্থাৎ 'পাশায় কবচায় স্বাহা' উচ্চারণ করিয়া তর্জ্জনীদ্বয়ে ন্যাস করিবে। তৎপর হে দেবি! 'ঔং' উচ্চারণ করিয়া পরে ও 'ক্রোং' ও 'নেত্রত্রয়ায় স্বাহা' বলিয়া দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠে ন্যাস করিবে। তাহার পর বিসর্গান্ত অকার অর্থাৎ বিসর্গযুক্ত অকারকে ( অঃ ) 'সুরক্ষাক্ষর' সংযুক্ত 'অসুরক্ষায়' সংযুক্ত করিয়া তাহার পর অস্ত্রায় ফট্' যুক্ত করিয়া, দুই হস্তের করতল ও করপৃষ্ঠে ন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাসের প্রমাণ—হৃদয়ে, মস্তকে, শিখায়, কবচে, নেত্রমণ্ডলে ও করতলে

যাবদস্ত্রং চতুর্দিক্ষু বিদিক্ষু[১] চ যথাক্রমম্ ॥

ত্রিশক্তিতন্ত্রে ভৈরববাক্যম্—

উচ্চরেৎ প্রণবং পূর্ব্বমাকারং বিন্দুসংযুতম্ ।

ইত্যাদিবাক্যাৎ করাঙ্গেষু প্রণবসম্বলিতো ন্যাসঃ ॥ ১২

ততো মূলেন মস্তকাদিপাদপর্য্যন্তং পাদাদিমস্তকান্তং বারত্রয়ং ব্যাপকং ন্যসেৎ ॥ ১৩ ততো ধ্যানম্ ।—

স্বনাভৌ[২] নীরজং ধ্যায়েদর্দ্ধং বিকসিতং সিতম্ ।
তৎপদ্মকোষমধ্যে তু মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ[৩] ॥
জবাকুসুমসঙ্কাশং রক্তবন্ধূকসন্নিভম্ ।
রজঃ-সত্ত্ব-তমোরেখা-যোনিমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥
মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্য্যকোটি-সমপ্রভাম্[৪] ।
ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্ ॥
প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানোগ্রজিহ্বিকাম্[৫] ।
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্ ॥

---

ন্যাস করিয়া দিক্ ও বিদিক্ (কোণদিক্) সমূহে ছোটিকা দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিবে। ত্রিশক্তিতন্ত্রে ভৈরব বলিয়াছেন যে, প্রথমে প্রণব, তৎপরে বিন্দুসংযুক্ত আকার উচ্চারণ করিবে। ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায়, প্রণব যুক্ত করিয়া কর ও অঙ্গসমূহে ন্যাস কর্ত্তব্য। অতএব ছিন্নমস্তা দেবীর করাঙ্গন্যাসে প্রথমে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিয়া পরে যথোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক করাঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ১২

অনন্তর মূলমন্ত্রে মস্তক হইতে পাদ পর্যন্ত এবং পাদ হইতে মস্তক পর্যন্ত তিনবার ব্যাপকন্যাস করিয়া পরে ধ্যান করিবে। ১৩

ধ্যান যথা,—বিচক্ষণ সাধক স্বীয় নাভিতে অর্দ্ধবিকসিত শ্বেত পদ্ম ধ্যান করিবে। সেই পদ্মের কোষমধ্যে জবাকুসুম ও রক্ত বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ রজঃ, সত্ত্ব, তমো রেখারূপ যোনিমণ্ডলে মণ্ডিত সূর্য্যমণ্ডলকে ধ্যান করিবে। সেই মণ্ডলমধ্যে কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালিনী রক্তবর্ণা মহাদেবী ছিন্নমস্তাকে ধ্যান করিবে। তিনি স্বীয় বামকরে স্বীয় ছিন্নমস্তক ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার মুখ বিস্তৃত ও ভয়ঙ্কর। তিনি লেলিহাম উগ্র (দীর্ঘ) জিহ্বা-ধারিণী, সেই ছিন্নমুখের দ্বারা নিজকণ্ঠ হইতে বিনির্গত রুধির-ধারা পান করিতেছেন। তিনি আলুলায়িত

---

১। এতেন ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনং কুর্য্যাৎ ইতি সূচিতম্ ।
২। সাধকনাভৌ। ৩। সূর্য্যস্য। ৪। এতেন রক্তবর্ণাং। ৫। সৃক্কণী—লেলিহানা।

বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ[১] নানাপুষ্পসমন্বিতাম্ ।
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ।।
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদে স্থিতাম্ ।
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ।।
রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ[২] সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিণঃ ।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।।
বিপরীতরতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্রতি-মনোভবৌ ।
ডাকিনী-বর্ণিনী-যুক্তাং বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ ।।
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্ত-ধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্ ।
বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্ ।।
কপাল-কর্ত্রীকা-হস্তাং বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ ।
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব ।।
প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কার-ভূষিতাম্ ।
সদা দ্বাদশবর্ষীয়ামস্থিমালা-বিভূষিতাম্ ।।

---

কেশপাশ ও নানাবিধ পুষ্পে বিভূষিতা, তিনি দক্ষিণহস্তে কর্ত্রী-( ক্ষুদ্র খড়্গ )-ধারিণী ও গলে মুণ্ডমালায় বিভূষিতা। তিনি দিগম্বরী অর্থাৎ নগ্না ও মহাভয়ঙ্করাকৃতি। তিনি প্রত্যালীঢ়পদে (দক্ষিণপাদ অগ্রভাগে ও বামপাদ কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া) দণ্ডায়মানা ও অস্থিনির্ম্মিতমালা ও সর্পময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বিপরীতরতাসক্ত রতি ও কামের উপরি উপবিষ্টা। ঋষিগণ সর্বদা দেবীকে ধ্যান করিতেছেন। তিনি ষোড়শবর্ষীয়া এবং স্থূল ও উন্নত স্তনযুগল-ধারিণী। রতি ও কামকে বিপরীত রতিতে আসক্ত ধ্যান করিবে। তাঁহার বামে ও দক্ষিণে ডাকিনী ও বর্ণিনী নামে দুই নায়িকা রহিয়াছেন। তাঁহারা দেবীর গলদেশ হইতে ঊর্ধ্বনির্গত রুধিরধারা পান করিতেছেন। ঐ বর্ণিনী সৌম্যাকৃতি, রক্তবর্ণা, মুক্তকেশী ও বিবসনা। তাঁহার বামহস্তে নরমুণ্ড ও দক্ষিণহস্তে কর্ত্রীকা এবং গলদেশে সর্পনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত আছে। ইনি জাজ্বল্যমান তেজঃস্বরূপা ও প্রত্যালীঢ় পদে দণ্ডায়মানা। ইনি বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা, সর্বদা দ্বাদশবর্ষীয়াকৃতি এবং অস্থিনির্ম্মিত মাল্য দ্বারা বিভূষিতা। দেবীর বামভাগস্থা

---

১। এতেন আলুলায়িতকেশাম্ ।

২। এতেন বিপরীতরতাসক্তৌ রতিকামৌ, তদুপরি নিষণ্ণাম্ ।

ডাকিনীং বামপার্শ্বস্থাং কল্পসূর্য্যানলোপমাম্ ।
বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্তপংক্তি-বলাকিনীম্[1] ॥
দংষ্ট্রাকরাল-বদনাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্ ।
মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্ ॥
লেলিহান-মহাজিহ্বাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাম্ ।
কপালকর্ত্রীকাহস্তাং বাম-দক্ষিণ-যোগতঃ ॥
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্ত-ধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্ ।
করস্থিত-কপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্ ।
আভ্যাং নিষেব্যমাণাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ ॥

পিবন্তীমিতি । তেন মুখেনেতি শেষঃ । তথা চ,—

স্বমস্তকং সখর্পরং[2] রক্তধারাভিপূরিতম্ ।
ললজ্জিহ্বং মহাভীমং ধৃতং বামভুজে তথা ।

ইতি ভৈরবতন্ত্রে পাঠঃ । ধ্যানস্যাবশ্যকত্বমাহ তন্ত্রে—

প্রচণ্ডচণ্ডিকামেবমধ্যাত্বা যস্তু পূজয়েৎ ।

---

ডাকিনী কল্পান্তকালীন সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল দেহকান্তিযুক্তা ও বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল জটাজুট-ধারিণী । এই ডাকিনী ত্রিনয়না এবং বলাকার ন্যায় অতিশুভ্র দন্তবিশিষ্টা । করালদন্তে ইঁহার বদন অতিভয়ঙ্কর, স্তনদ্বয় অতিস্থূল ও উন্নত । মহাদেবী অতিভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িতকেশা ও নগ্না । অতিবৃহৎ লোলজিহ্বা-ধারিণী ও মুণ্ডনির্ম্মিত মালায় বিভূষিতা । তাঁহার বামহস্তে নরমুণ্ড, দক্ষিণহস্তে কর্ত্রীকা । ইনি দেবীর গলদেশ হইতে উর্দ্ধে নির্গত রক্তধারা পান করিতেছেন । হস্তে ভীষণাকার নরমুণ্ড ধারণ করায় তাঁহার আকৃতি অতি ভীষণাকারা হইয়াছে । উক্ত ডাকিনী ও বর্ণিনী ছিন্নমস্তা দেবীকে সেবা করিতেছেন । বিচক্ষণ সাধক উক্ত প্রকারে দেবীকে ধ্যান করিবে ।

ধ্যান মধ্যে 'রুধিরধারা পান করিতেছেন' এই বাক্য দ্বারা এখানে বাম-হস্তস্থিত নিজ ছিন্নমুণ্ড দ্বারা রুধিরধারা পান বুঝিতে হইবে । তাহাই ভৈরবতন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে—লোলজিহ্বাযুক্ত রক্তধারাপূর্ণ অতিভীষণ নিজমস্তক খর্পরোপরি বামহস্তে ধারণ করিয়া আছেন । এইরূপ পাঠ ভৈরবতন্ত্রে আছে ।

তন্ত্রে ছিন্নমস্তা দেবীর ধ্যানের আবশ্যকতা বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি ধ্যান না

---

১। এতেন শুভ্রদশনাম্ । ২। খর্পরোপরি মস্তকমিতি যাবৎ । ডাকিনীধ্যানন্তরম্ ।

সদ্যস্তস্য শিরশ্ছিত্ত্বা দেবী পিবতি শোণিতম্ ॥ ১৫

অস্যাঃ পূজাযন্ত্রম্। তত্রৈব—

সিতং কুর্য্যাদ্ দলং পূর্ব্বমাগ্নেয়ং[1] রক্তবর্ণকম্।
যাম্যং কৃষ্ণমতঃ পীতং শুক্লং রক্তং সিতাসিতম্॥
ততঃ পীতাং প্রকুর্ব্বীত কর্ণিকাং তস্য মধ্যগাম্।
তন্মধ্যে তু প্রকুর্ব্বীত মণ্ডলং চণ্ডরোচিষঃ॥
রজঃ-সত্ত্ব-তমো-রেখা রক্ত-শুক্লাসিতাঃ ক্রমাৎ।
মায়াযুগ্মং ততো ন্যস্য ফড়ক্ষর-সমন্বিতম্॥
বাহ্যং তস্য চ চক্রস্য কুর্য্যাৎ প্রাকার-বেষ্টিতম্।
পূর্ব্বং রক্তং ততঃ কৃষ্ণং সিতং পীতং যথাক্রমাৎ।
চতুর্দ্বার-সমাযুক্তং ক্ষেত্রপালৈরধিষ্ঠিতম্॥

অথবা—

ত্রিকোণং বিন্যসেদাদৌ তন্মধ্যে মণ্ডলত্রয়ম্।
তন্মধ্যে বিন্যসেদ্[2] যোনিং দ্বারত্রয়সমন্বিতম্।

---

করিয়া ছিন্নমস্তাদেবীর পূজা করে, দেবী তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করেন। ১৫

ছিন্নমস্তাদেবীর পূজা-যন্ত্র কথিত হইতেছে। সেই ভৈরবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা,—প্রথমে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। ইহার পূর্ব্বদল শুক্লবর্ণ, অগ্নিকোণস্থ দল রক্তবর্ণ, দক্ষিণ দল কৃষ্ণবর্ণ, নৈর্ঋতকোণস্থ দল পীতবর্ণ, পশ্চিমদল শুক্লবর্ণ, বায়ুকোণস্থ দল রক্তবর্ণ, উত্তর-দল শুক্লবর্ণ এবং ঈশানকোণস্থ দল কৃষ্ণবর্ণ করিবে। এতন্মধ্যবর্ত্তী কর্ণিকা পীতবর্ণ করিতে হইবে। এই কর্ণিকামধ্যে সূর্য্যমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া উহার চারিদিকে রজ, সত্ত্ব ও তমোগুণাত্মক রক্ত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ বৃত্তাকার রেখাত্রয় করিবে এবং তন্মধ্যে "হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্" এই মন্ত্র লিখিবে। সেই চক্রের বাহ্য-দেশকে প্রাকার-বেষ্টিত করিবে। তাহার পর ক্ষেত্রপালের দ্বারা অধিষ্ঠিত পূর্ব্বাদি চতুর্দিকে যথাক্রমে রক্ত, কৃষ্ণ, শুক্ল ও পীতবর্ণযুক্ত চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে। ১৬

অথবা অন্য প্রকার যন্ত্র। যথা,—প্রথমে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে মণ্ডলাকার তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে। সেই মণ্ডলমধ্যে দ্বারত্রয়-বিশিষ্ট যোনিমণ্ডল অঙ্কিত করিতে হইবে। ত্রিকোণের বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত

---

১। পূর্ব্বমাগ্নেয্যাম্। ২। বিলিখেদিতি ইতি কচিৎ পাঠঃ।

বহিরষ্টদলং পদ্মং ভূবিম্ব-ত্রিতয়ং পুনঃ।
কূর্চ্চবীজং লিখেন্মধ্যে ত্রিকোণে ফট্-সমন্বিতম্ ॥ ১৭
তত্র মধ্যে মহাদেবীং ছিন্নমস্তাং স্মরেদ্ যতিঃ।
প্রদীপকলিকাকারামদ্বিতীয়ব্যবস্থিতাম্।
যোনিমুদ্রা-সমাযুক্তাং হৃদয়স্থিত-লোচনাম্।
ধ্যেয়মেতদ্ যতীনাঞ্চ গৃহস্থানাং নিশাময় ॥ ১৮
যথা,—অন্তরে স্বশরীরস্য নাভি-নীরজ-সঙ্গতাম্।
নির্লেপাং নির্গুণাং সূক্ষ্মাং বালচন্দ্র-সমপ্রভাম্।
সমাধিমাত্র-গম্যাস্তু গুণত্রিতয়-বেষ্টিতাম্।
কলাতীতাং গুণাতীতাং মুক্তিমাত্রপ্রদায়িনীম্।
এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য তারিণীবচ্ছঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ॥ ১৯

ততঃ পীঠপূজা—আধারশক্তয়ে, প্রকৃতয়ে, কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, রত্নদ্বীপায়, কল্পবৃক্ষায়, তদধঃ—স্বর্ণসিংহাসনায়, আনন্দকন্দায়, সম্বিন্নালায়, সর্ব্বতত্ত্বাত্মক-পদ্মায়, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। নমঃ সর্ব্বত্র। পদ্মমধ্যে—রতিকামাভ্যাং ॥ ২০

---

করিবে। ত্রিকোণের বহির্ভাগে অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে ভূবিম্বত্রয় লিখিবে। ত্রিকোণ মধ্যে 'হূঁ ফট্' মন্ত্র লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে। ১৭

এই মণ্ডলমধ্যে যতিগণ ছিন্নমস্তা দেবীকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে চিন্তা করিবেন। এই দেবী প্রদীপকলিকাকারা, অদ্বিতীয়া, যোনিমুদ্রা-সমাযুক্তা ; ইঁহার নেত্র হৃদয়দেশে অবস্থিত—এই প্রকারে যতিগণ ধ্যান করিবে। গৃহস্থগণ বক্ষ্যমাণ প্রকারে ধ্যান করিবে। যথা,—নিজের শরীরমধ্যস্থ নাভিপদ্মে ( মণিপূরে ) অবস্থিতা ; নির্লিপ্তা, নির্গুণা, সূক্ষ্মা, বালচন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালিনী, সমাধিমাত্রগম্যা সামান্য দৃষ্টির অগম্যা, গুণত্রিতয়-বেষ্টিতা, কলাতীতা, সত্ত্বাদিগুণাতীতা, মুক্তিদাত্রী ছিন্নমস্তা দেবীকে ধ্যান করিবে। এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে অর্চ্চনা করিবে। তারপরে তারাদেবীর পূজাপদ্ধতিক্রমে শঙ্খস্থাপন অর্থাৎ বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে। ১৮-১৯

অনন্তর পীঠপূজা করিবে। পীঠপূজা প্রণালী উপরে মূলে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে। মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে করিবে। ভৈরবমতে পীঠপূজা

ভৈরবমতে তু—আধারশক্তিং কূর্ম্মস্তু নাগরাজমতঃ পরম্।

পদ্মনালঞ্চ পদ্মঞ্চ পূজয়েন্মন্ত্রবিন্নরঃ।

মণ্ডলং চতুরস্রঞ্চ রজঃ সত্ত্বং তমস্তথা।

রতিকামৌ চ সংপূজ্য শক্তিপূজাং সমাচরেৎ। ইতি।

রতিকামোপরি বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ন গৃহ্ন (স্বাহা)[১] মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি পীঠমন্ত্রঃ। সর্ব্বত্র প্রণবাদিনমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহয়েৎ ॥ ২১

যথা—সর্ব্বসিদ্ধিবর্ণিনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধিডাকিনীয়ে বজ্রবৈরোচনীয়ে ইহাবহ ইহাবহ পুনস্তন্মন্ত্রমুচ্চার্য্য ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইত্যনেনাবাহ্য আং হ্রীঁ ক্রোং হংসঃ ইত্যনেন প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গং বিনস্য যথাশক্তি পূজাং কৃত্বা বলিং দদ্যাৎ। যথা—

বজ্রবৈরোচনীয়ে দেহি দেহি এহি এহি গৃহ্ন গৃহ্ন ইমং বলিং মম সিদ্ধিং দেহি দেহি মম শত্রূন্ মারয় মারয় করালিকে হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ ॥ ২২

---

কিন্তু অন্যরূপ। মন্ত্রবিৎ সাধক প্রথমে আধারশক্তি, কূর্ম, নাগরাজ, পদ্মনাল, পদ্মকে পূজা করিবে। অনন্তর চতুরস্র মণ্ডল, রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এবং রতি ও কামকে পূজা করিয়া পরে শক্তির পূজা করিবে। তৎপরে মূলোক্ত পীঠমন্ত্রে পীঠ পূজা করিবে। সর্বত্র প্রথমে প্রণব ও শেষে নমঃ দিয়া পূজা করিবে। তাহার পর পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহন করিবে। ২০-২১

আবাহনী প্রভৃতি মুদ্রা দ্বারা আবাহন করিবে। যথা—মূলোক্ত মন্ত্রে আবাহনাদি করিয়া আঁ। হ্রীঁ ক্রোঁ হংস ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা, ওঁ ঈং সুখড়্গায় শিরসে স্বাহা, ওঁ উং সুবজ্রায় শিখায়ৈ স্বাহা, ওঁ ঐঁ পাশায় কবচায় স্বাহা, ওঁ ঔঁ ক্রোঁ অঙ্কুশায় নেত্রত্রয়ায় স্বাহা, ওঁ অঃ সুরক্ষাসুরক্ষায়াস্ত্রায় ফট্—এইরূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া যথাশক্তি উপচারে পূজা সমাপনান্তে উপরে মূলে লিখিত বলিদানের মন্ত্রে বলি প্রদান ও নিবেদন করিতে হইবে। ২২

---

১। বন্ধনী পাঠঃ কচিৎ পুস্তকে নাস্তি।

ততো দেব্যা দক্ষিণে—ওঁ বর্ণিন্যৈ নমঃ, বামে—ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ। ততো দেব্যঙ্গে ষড়ঙ্গং সংপূজ্য, দক্ষিণে—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, বামে—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। পূর্বাদি-দিক্ষু—লক্ষ্মীং লজ্জাং মায়াং বাণীঞ্চ পূজয়েৎ। বিদিক্ষু—ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রেশ্বরান্, মধ্যে—সদাশিবম্। সর্ব্বত্র প্রণবাদি-নমোঽন্তেন পূজয়েৎ। ততঃ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা আবরণানি পূজয়েৎ। অগ্নীশাসুর-বায়ুষু মধ্যে দিক্ষু চ—ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য, অষ্টপত্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ওঁ হ্রীঁ কাল্যৈ নমঃ, এবং বর্ণিন্যৈ, ডাকিন্যৈ, ভৈরব্যৈ, মহাভৈরব্যৈ, ইন্দ্রাক্ষ্যৈ, পিঙ্গাক্ষ্যৈ, সংহারিণ্যৈ। সর্ব্বত্রৈব প্রণবাদি-নমোঽন্তেন পূজয়েৎ। যথা—

একাং নানাভিধাং কালীং বর্ণিনীং ডাকিনীং তথা।
ভৈরবীঞ্চ মহাপূর্ব্বাং ভৈরবীং তদনন্তরম্।
ইন্দ্রাক্ষীঞ্চ সপিঙ্গাক্ষীং ততঃ সংহার-কারিণীম্।
পূর্ব্বাদিকে দলে পূজ্যাঃ শক্তয়শ্চ যথাক্রমম্।
প্রণবাদিনমোঽন্তেন লজ্জাবীজং সমুচ্চরন্।

---

তৎপর দেবীর দক্ষিণে—ওঁ বর্ণিন্যৈ নমঃ, বামে—ওঁ ডাকিন্যৈ নমঃ, মন্ত্রে ডাকিনীদ্বয়ের পূজা করিবে। অনন্তর দেবীর অঙ্গে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া দক্ষিণে শঙ্খনিধি ও বামে পদ্মনিধির পূজা করিবে। অনন্তর পদ্মের অষ্টদলে পূর্ব্বাদি দিকে যথাক্রমে ওঁ লক্ষ্মৈ নমঃ ইত্যাদিরূপে মূলের লিখিত লক্ষ্যাদি দেবতাগণের পূজা করিবে। তাহার পর বিদিক্ (কোণ সমূহে) যথাক্রমে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বরকে ও মধ্যে সদাশিবকে পূজা করিবে। সর্বত্র প্রথমে প্রণব ও শেষে নমঃ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। অতঃপর পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে ও প্রণালীতে আবরণ দেবতার পূজা করিবে। তৎপরে অগ্নি, ঈশান, নৈর্ঋত ও বায়ুকোণে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে ও মধ্যে ওঁ আং খড়্গায় হৃদয়ায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে পুনর্ব্বার ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া অষ্টপত্রে পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ হ্রীঁ কাল্যৈ নমঃ ইত্যাদি মূলোক্ত প্রকারে পূজা করিবে। সর্বত্র প্রথমে প্রণব ও শেষে নমঃ দিয়া পূজা করিবে।

উক্ত পূজার প্রমাণ মূলে "একাং নানাভিধাং..." ইত্যাদি বচনে প্রদর্শিত

পদ্মমধ্যে—হুঁ হুঁ ফট্ * নমঃ। স্বাহায়ৈ নমঃ। দেব্যা দক্ষিণে—সম্রাট্-ছন্দসে নমঃ। দেব্যা উত্তরে—সর্ব্ববর্ণেভ্যো নমঃ। পুনর্দক্ষিণে—বীজশক্তিভ্যাং নমঃ। পত্রাগ্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ—ব্রাহ্ম্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ। সর্ব্বত্র প্রণবাদি-নমোঽন্তেন পূজয়েৎ।

ততশ্চতুর্দ্দিক্ষু দ্বারেষু ওঁ † করালায় নমঃ, ওঁ বিকরালায় এবং অতিকরালায়, মহাকরালায়। যথা ভৈরবীয়ে।—

পূর্ব্বদ্বারে করালঞ্চ বিকরালঞ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমেঽতিকরালঞ্চ মহাকরালমুত্তরে॥ ২৩

ততো ধূপাদিবিসর্জ্জনান্তং কর্ম্ম সমাপয়েৎ। বিসর্জ্জনে ত্বয়ং বিশেষঃ।—সংহারমুদ্রাং প্রদর্শ্য অঞ্জলাবারোপ্য বামনাসাপুটেন,—

যোনিমুদ্রাসমারূঢ়াং প্রদীপকলিকোজ্জ্বলাম্।
কৃষ্ণপক্ষে বিধুমিব ক্রমেণ ক্ষীণতাং গতাম্॥
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য চণ্ডরশ্মৌ নিবেশয়েৎ।

মন্ত্রস্তু।—উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনী।
ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি মমান্তরম্॥ ২৪

---

হইয়াছে। তৎপরে পদ্মমধ্যে, দেবীর দক্ষিণে, দেবীর উত্তরে, পুনরায় দক্ষিণে ও পত্রাগ্রগুলিতে পূর্বাদিক্রমে মূলোক্ত প্রকারে আবরণ দেবতাসমূহের পূজা করিবে। সর্বত্র প্রথমে প্রণব ও শেষে নমঃ দিয়া পূজা করিবে। তাহার পর চারিদিকে চারি দ্বারে—করাল, বিকরাল, অতিকরাল ও মহাকরালকে পূজা করিবে। ভৈরবীয় তন্ত্রে ইহা বলিয়াছেন যে—"পূর্বদ্বারে করাল", দক্ষিণে বিকরাল, পশ্চিমে অতিকরাল ও উত্তরে মহাকরালকে পূজা করিবে। ২৩

তাহার পর ধূপাদি বিসর্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক দেবীর বিসর্জন করিবে। এই দেবতার বিসর্জনে বিশেষ (প্রভেদ বা প্রকারান্তর) আছে। প্রথমে সংহারমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় অঞ্জলিতে দেবীকে আরোপণ (স্থাপন) পূর্ব্বক বামনাসাপুটের দ্বারা যোনিমুদ্রাসমারূঢ়া, প্রদীপকলিকার ন্যায় সমুজ্জ্বলা এবং কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রের মত ক্রমে-ক্রমে ক্ষয়শীলা দেবীকে মূলোক্ত বিসর্জন মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে নাড়িদেশস্থ সূর্য্যমণ্ডলের রশ্মিতে প্রবেশ

---

* পদ্মমধ্যে হুঁ ফট্ নমঃ ইতি তন্ত্রসার-পাঠঃ। † ওঁ ইত্যত্র হুঁ ইতি কচিৎ পাঠঃ।

অস্য পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ, সিদ্ধবিদ্যাত্বাৎ ॥ ২৫ বলিদানে তু ভৈরবীয়ে।—

রাত্রৌ বলিঃ প্রদাতব্যো মৎস্য-মাংস-সুরাদিভিঃ।
অথবা মধুপানাদ্যৈর্মধুরৈর্বিভব-ক্রমৈঃ ॥ ২৬

মন্ত্রস্তু।—উচ্চরেৎ প্রণবং পূর্ব্বং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদেঽন্বিতম্।
বর্ণিনীয়ে ততো বাচ্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে ততঃ।
ডাকিনীয়ে ততো বাচ্যং দেবীনাম ততঃ পরম্।
এহ্যেহীতি ততো বাচ্যমিমং বলিমনন্তরম্।
গৃহ্ণ গৃহ্ণ ততঃ প্রোক্ত্বা মম সিদ্ধিমনন্তরম্।
দেহি দেহীতি মায়ে চ ততঃ ফট্ স্বাহয়া যুতঃ।
বলিমন্ত্রঃ সমাখ্যাতঃ পূজিতেয়ং সুরেশ্বরীতি ॥ ২৭

মন্ত্রান্তরম্।—ভুবনেশী কামবীজং কূর্চ্চবীজঞ্চ বাগ্ভবম্।
ভুবনেশী কূর্চ্চবীজং বাগ্ভবং তদনন্তরম্।

---

করাইবে। বিসর্জন মন্ত্র যথা,—উত্তরে শিখরে দেবি···ইত্যাদি। এই মন্ত্রে দেবীর বিসর্জন করিতে হইবে। ২৪

ছিন্নমস্তা সিদ্ধবিদ্যা ; এই হেতু এই মন্ত্রের লক্ষজপে পুরশ্চরণ হয়। ২৫

এই দেবতার বলিদানে বিশেষ আছে। ভৈরবীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,—রাত্রিকালে মৎস্য, মাংস ও সুরাদি দ্বারা অথবা সাধক স্বীয় বিভব ( সামর্থ্য ) অনুসারে মধু পানাদি দ্বারা বলি প্রদান করিবে। ২৬

তন্ত্রে বলি মন্ত্র উদ্ধারের প্রকার এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—প্রথমে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিবে। পরে "সর্বসিদ্ধি-প্রদে বর্ণিনীয়ে" ও "সর্বসিদ্ধি-প্রদে ডাকিনীয়ে" বলিবে। তাহার পর দেবীর নাম অর্থাৎ "ছিন্নমস্তে" ও 'এহ্যেহি' বলিবে। পরে "ইমং বলিং" ও পরে "গৃহ্ণ গৃহ্ণ" বলিয়া অনন্তর "মম সিদ্ধিং" বলিয়া পরে "দেহি দেহি" বলিয়া দুইটী মায়া (হ্রীং হ্রীং) ও স্বাহাযুক্ত ফট্ অর্থাৎ ফট্ স্বাহা বলিবে। হে সুরেশ্বরি! ইহা প্রশংসিত বলি মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সুরেশ্বরী বলি দ্বারা পূজিতা। বলিমন্ত্রটী হইবে :—

"ওঁ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে বর্ণিনীয়ে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদে ডাকিনীয়ে ছিন্নমস্তে এহ্যেহি ইমং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং দেহি দেহি হ্রীঁ হ্রীঁ ফট্ স্বাহা"। এই মন্ত্রে বলি নিবেদন-করিবে। ২৭

ছিন্নমস্তা দেবীর অপর মন্ত্র বলা হইতেছে।• প্রথমে ভুবনেশীবীজ (হ্রীং),

বজ্রবৈরোচনীয়ে চ হুং ফট্ স্বাহা ততঃ পরম্ ॥ ২৮

অস্য পূজাপ্রয়োগঃ।—ধ্যানপূজাদিকং ষোড়শীবৎ কার্য্যম্ ॥ ২৯

হৃল্লেখা মাদনং লক্ষ্মীং[১] বাগ্‌ভবং কূর্চ্চমেব চ।
অস্ত্রান্তা[২] ছিন্নমস্তা যা মহাবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
অস্যাস্তু সদৃশী বিদ্যা জগৎস্বপি ন বিদ্যতে।
ষড়্‌বর্ণোঽয়ং মন্ত্রঃ সাক্ষান্মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩০
অস্যা ধ্যানমহং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে!।
প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তৃকাং,
দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধ-শোণিতসুধা-ধারাং পিবন্তীং মুদা।
নাগাবদ্ধ-শিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাং,
রত্যাসক্ত-মনোভবোপরি দৃঢ়াং[৩] ধ্যায়েজ্জবাসন্নিভাম্।

---

কামবীজ (ক্লীং), কূর্চ্চবীজ (হুং), বাগ্‌ভববীজ (ঐং), মায়াবীজ (হ্রীং), কূর্চ্চবীজ, বাগ্‌ভববীজ, তাহার পরে 'বজ্রবৈরোচনীয়ে' তাহার পর 'হুং ফট্ স্বাহা'। এই হইলে মন্ত্রটী হইবে :—হ্রীং ক্লীং হুং ঐং হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা। ২৮

ষোড়শীদেবীর পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে ইহার ধ্যান ও পূজাদি কার্য্য করিবে। ২৯

হৃল্লেখা—মায়াবীজ, মাদন—কামবীজ, শ্রীবীজ, বাগ্‌ভববীজ, কূর্চ্চবীজ ও ফট্ অন্ত এই মহাবিদ্যাটী (মন্ত্রটী) ছিন্নমস্তা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইহাতে মন্ত্রটী হইল—হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং হুং ফট্। এই মন্ত্রের তুল্য অন্য মন্ত্র জগতে আর নাই। এই ষড়ক্ষর মন্ত্র সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ, ইহাতে সংশয় নাই। ৩০

হে কমলাননে। এই মন্ত্রোক্ত পূজার ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। যথা,—প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ দক্ষিণ পাদ অগ্রে এবং বামপাদ পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া দণ্ডায়মানা; ছিন্নশিরঃ ও খড়্গ-ধারিণী, বিবসনা এবং ছিন্ন গলদেশ হইতে নির্গত শোণিতধারা আনন্দে পান-কারিণী; সর্পদ্বারা আবদ্ধ শিরোমণি-ধারিণী, ত্রিনয়না এবং বক্ষঃস্থলে উৎপলমালায় অলঙ্কৃতা, রতিতে আসক্ত মদনের উপরি দণ্ডায়মানা, জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা

---

১। হৃল্লেখা মাদনং কূর্চ্চং ইতি চ গ্রন্থান্তরে পাঠঃ।

২। তেন—হ্রীং ক্লীং শ্রীং ঐং হুং ফট্।     ৩। দৃঢ়াসনহিতাম্ (খ চি)।

দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কর্ত্রীং তথা খর্পরং,
হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী।
দেব্যাশ্ছিন্ন-কবন্ধতঃ পতদসৃগ্‌ধারাং পিবন্তী মুদা,
নাগাবদ্ধ-শিরোমণির্মনুবিদা ধ্যেয়া সদা সা সুরৈঃ।
বামে কৃষ্ণতনুস্তথৈব দধতীং খড়্গং তথা খর্পরং,
প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধবিগলদ্রক্তং পিবন্তী মুদা।
সৈষা যা প্রলয়ে সমস্তভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী,
শক্তিঃ সাপি পরাৎপরা ভগবতী নাম্না পরা ডাকিনী।

ইতি ধ্যানম্। অস্যাঃ পূজাদিকং সর্ব্বং ষোড়শীবৎ[1] কার্য্যম্ ॥ ৩১

মন্ত্রান্তরম্।—তারং লজ্জাদ্বয়ং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ ফট্ স্বাহা[2]।
অস্যাপি ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং ষোড়শীবৎ কার্য্যম্ ॥ ৩২

বিয়ৎ সূত্রযুতং বিন্দু-নাদযুক্তং[3] ততঃ প্রিয়ে।
একাক্ষরী মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্য-বশকারিণী ॥ সূত্রং দীর্ঘ-উকারঃ।

---

দেবীকে ধ্যান করিবে। ইহার দক্ষিণভাগে অতি শ্বেতবর্ণা বর্ণিনী নামে এক নায়িকা আলুলায়িতকেশা হইয়া, দুই হস্তে কর্ত্তৃকা ও খর্পর ধারণপূর্ব্বক দেবীর ছিন্ন গলদেশ হইতে বিগলিত রক্তধারা আনন্দে পান করিতেছেন, ইঁহারও মস্তকে নাগাবদ্ধ মণি আছে। বামভাগে খড়্গ-খর্পর-ধারিণী কৃষ্ণবর্ণা ডাকিনী নামে অন্যা এক নায়িকা রহিয়াছেন; ইনিও দেবীর ছিন্ন গলদেশ হইতে বিনির্গত রুধিরধারা পান করিতেছেন, ইঁহার দক্ষিণপাদ অগ্রে ও বামপাদ পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত; ইনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিতে সমর্থ, ইনিও পরাৎপরা ভগবতী-শক্তি। এই প্রকারে দেবীর ধ্যান করিয়া ষোড়শাক্ষর প্রকরণোক্ত পূজা-পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিতে হইবে। ৩১

ছিন্নমস্তাদেবীর অন্য প্রকার মন্ত্র যথা—প্রণব, দুইটী মায়াবীজ অর্থাৎ ওঁ হ্রীং হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা। এই মন্ত্রের ধ্যানপূজাদি সমস্তই ষোড়শাক্ষর পদ্ধতি অনুসারে করিবে। ৩২

হে প্রিয়ে, বিয়ৎ হ-কারে সূত্র দীর্ঘ-উকার এবং তাহাতে নাদ বিন্দুযোগ করিলে আর একটি একাক্ষর হুং মন্ত্র হয়, এই মন্ত্রে ত্রৈলোক্য বশ করা যায়।

---

১। ষোড়শাক্ষরীবৎ (খ) পাঠঃ। ২। ওঁ হ্রীং হ্রীং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং ফট্ স্বাহা (খ টি)। ৩। তেন—হুং।

ঠঠান্তৈষা[১] মহাবিদ্যা ত্রৈলোক্যমোহকারিণী।
তারাদ্যান্তা[২] ভবত্যেষা চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥ ৩৩
বজ্রবৈরোচনীয়ে চ কূর্চ্চযুগ্মং সফট্ ঠঠঃ।
তারাদ্যৈষা[৩] মহাবিদ্যা সর্ব্বতেজোঽপহারিণী।
ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী বিদ্যা চতুর্বর্গফলপ্রদা।
ধ্যানপূজাদিকং সর্ব্বং ষোড়শীবৎ সমাচরেৎ ॥ ৩৪

ইদানীং ষোড়শীবিদ্যাপ্রশংসামাহ।—

তথা সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বোপাস্যা চ ষোড়শী।
লক্ষ্মীবীজাদিকা সৈব সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী[৪] ॥ ৩৫
লজ্জাদ্যা[৫] স্বর্গ-ভূ-নাগ[৬]-যোষিদাকর্ষিণী পরা।
কূর্চ্চাদ্যা সর্ব্বজন্তূনাং[৭] মহাপাতকনাশিনী ॥ ৩৬

---

উক্ত একাক্ষর মন্ত্রের অন্তে স্বাহা যোগ করিলে ঐ মন্ত্রে ত্রৈলোক্য মোহিত করা যায়। ঐ স্বাহান্ত মন্ত্রের আদ্যন্তে প্রণবযোগ করিলে ঐ মন্ত্রে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। ৩৩

বজ্রবৈরেচেনীয়ে, দুই কূর্চ্চবীজ, 'ফট্ স্বাহা' এই সকলের আদিতে প্রণব, এইটি আর একটি মহাবিদ্যা (মন্ত্র)। এই মন্ত্রে সকলের তেজঃ অপহরণ করা যায়। এই মন্ত্র দ্বারা দেবীর আরাধনা করিলে ত্রিভুবনকে আকৃষ্ট করা যায় এবং চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হইয়া থাকে। এই সকল মন্ত্রের ধ্যান-পূজাদি ষোড়শাক্ষর প্রকরণোক্ত নিয়মে করিবে। ৩৪

এক্ষণে ষোড়শীবিদ্যার প্রশংসা বলিতেছেন।—সকল ব্যক্তিরই অতি-যত্নপূর্ব্বক ষোড়শীদেবীর আরাধনা করা উচিত। এই মন্ত্রের আদিতে শ্রীবীজ প্রভৃতি থাকিলে এই মন্ত্রে সর্ব্ব প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। ৩৫

এই মন্ত্রের আদিতে মায়াবীজ থাকিলে ইহাদ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নাগলোক ও স্ত্রীগণকে আকর্ষণ করা যায়। আদিতে কূর্চ্চবীজ থাকিলে এই মন্ত্রে মহাপাতক নাশ হয়। ৩৬

---

১। হুং স্বাহা। ২। ওঁ হুং স্বাহা ওঁ। ৩। ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা। ৪। শ্রীং হ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা। ৫। হ্রীং শ্রীং হুং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা। ৬। নাগ ইত্যত্র লোক ইতি (খ) পাঠঃ। ৭। হুং শ্রীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্ স্বাহা।

বাগ্‌ভবাদ্যা যদা দেবী বাগীশত্বপ্রদায়িনী।
এষা তু ষোড়শীবিদ্যা বেদ্যা সপ্তদশাক্ষরী[১] ॥ ৩৭
শ্রীবীজপুটিতা সা তু লক্ষ্মীবৃদ্ধিকরী সদা[২]।
লজ্জয়া পুটিতা বিদ্যা ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী পরা[৩] ॥ ৩৮
কূর্চ্চেন পুটিতা সর্ব্বপাপিনাং পাপহারিণী[৪]।
বাগ্বীজপুটিতা চৈষা বাগীশত্বপ্রদায়িনী[৫] ॥ ৩৯
চতুর্বিধেতি বিদ্যৈষা প্রিয়ে সপ্তদশাক্ষরী।
তারাদ্যা ষোড়শী চান্যা ভবেৎ সপ্তদশাক্ষরী[৬]।
এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা ভুক্তিমুক্তিকরী সদা ॥ ৪০
কমলা ভুবনেশানী কূর্চ্চবীজং সরস্বতী।
বজ্রবৈরোচনীয়ে চ পূর্ব্ববীজানি চোচ্চরেৎ।
ফট্ স্বাহা চ মহাবিদ্যা বসুচন্দ্রাক্ষরী পরা[৭]।

---

এই মন্ত্রের আদিতে বাগ্বীজ থাকিলে এই মন্ত্রে বাগীশত্ব লাভ হয়। এই ষোড়শী-বিদ্যাকে সপ্তদশাক্ষরী জানিবে। ৩৭

এই মন্ত্র শ্রীবীজ দ্বারা পুটিত করিলে তাহা দ্বারা লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়। মায়াবীজ দ্বারা পুটিত করিলে ইহা দ্বারা ত্রৈলোক্যকে বশীভূত করা যায়। ৩৮

কূর্চ্চবীজ পুটিত করিলে ইহা দ্বারা নিখিল পাপীর পাপহরণ হয়। বাগ্বীজ দ্বারা পুটিত করিলে ইহা দ্বারা বাগীশত্ব লাভ হয়। ৩৯

হে প্রিয়ে! এই সপ্তদশাক্ষরী বিদ্যা এইরূপে চতুর্ব্বিধা হয়। ষোড়শীর আদিতে প্রণব থাকিলে অন্যবিধ সপ্তদশাক্ষরী হইবে। এই মহাবিদ্যায় ভোগ ও মোক্ষলাভ করা যায়। ৪০

শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ, বাগ্বীজ, 'বজ্রবৈরোচনীয়ে' এবং পূর্ববীজগুলি অর্থাৎ শ্রীবীজ, মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ ও বাগ্বীজ ও অন্তে 'ফট্ স্বাহা'। ইহা অষ্টাদশাক্ষরী মহাবিদ্যা। এই অষ্টদশাক্ষর মন্ত্রের আদিতে প্রণব যোগ করিলে

---

১। ঐং শ্রীং হ্রীং হূং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা। ২। শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্র-বৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা শ্রীং। ৩। হ্রীং শ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা হ্রীং। ৪। হূং শ্রীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা হূং। সর্ব্বপাপিনামিত্যত্র বিদ্যা সর্ব্বপাপাপহারিণী ইতি (খ) পাঠঃ। ৫। ঐং শ্রীং হ্রীং হূং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা ঐং। ৬। ওঁ শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং হূং ফট্ স্বাহা। ৭। শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে শ্রীং হ্রীং হূং ঐং ফট্ স্বাহা।

তারাদ্যেকোনবিংশার্ণা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী[১] ।
এতে বিদ্যোত্তমে দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদে শুভে ॥ ৪১
লক্ষ্ম্যাদিপুটিতা পূর্ব্বা রন্ধ্রচন্দ্রাক্ষরী ভবেৎ ।
চতুর্দ্ধা চ মহাবিদ্যা চতুর্বর্গফলপ্রদা ।
প্রণবাদ্যা যদা চৈষা ভোগমোক্ষকরী সদা ॥ ৪২
বিদ্যান্তরং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয় ।
হৃল্লেখা কূর্চ্চ-বাগ্বীজে বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং ।
অস্ত্রং স্বাহা মহাবিদ্যা চতুর্দশাক্ষরী মতা[২] ।
সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদা চৈষা সর্বমোহনকারিণী ॥ ৪৩
ভুবনেশী ত্রিতত্ত্বঞ্চ বাগ্বীজং প্রণবং ততঃ ।
বজ্রবৈরোচনীয়ে চ ফট্ স্বাহা চ তথা পরা ।
চতুর্দ্দশাক্ষরী চৈষা[৩] চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ।
এষা বিদ্যা মহাবিদ্যা জন্মমৃত্যুবিনাশিনী ॥ ৪৪

তন্ত্রান্তরে ।—রমা কামস্তথা লজ্জা বাগ্ভবং বজ্র-বৈ-পদম্ ।

---

এই উনবিংশাক্ষরী মহাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী হইবে। হে দেবি! এই দুই বিদ্যাই শুভা, উত্তমা ও ভোগমোক্ষপ্রদা। ৪১

উক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রকে লক্ষ্মীবীজ, লজ্জাবীজ, কূর্চ্চবীজ ও বাগ্বীজ—এই বীজ-চতুষ্টয়ের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পুটিত করিলে চারি প্রকার উনবিংশত্যক্ষর মন্ত্র হইবে। এই চারিটী মন্ত্র চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করিয়া থাকে। আর অষ্টদশাক্ষর মন্ত্রের আদিতে প্রণব যোগ করিলে ঐ মন্ত্র ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে। ৪২

এই দেবতার অন্য মন্ত্র কথিত হইতেছে, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। মায়াবীজ, কূর্চ্চবীজ, বাগ্বীজ ও 'বজ্রবৈরোচনীয়ে' হূং অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) ও 'স্বাহা'—এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদান করে ও সকলকে মোহিত করে। ৪৩

ভুবনেশীবীজ, ত্রিতত্ত্ব (ওঁ), বাগ্বীজ, প্রণব তাহার পরে 'বজ্রবৈরোচনীয়ে ফট্ স্বাহা'—এই অপর একটি চতুর্দ্দশাক্ষরমন্ত্র, এই মন্ত্র চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান এবং জরা-মৃত্যু নিবারণ করে। ৪৪

তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—শ্রীবীজ, কামবীজ, লজ্জাবীজ, বাগ্ভবীজ, 'বজ্র-

---

১। ওঁ শ্রীং হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে শ্রীং হ্রীং হূং ঐং ফট্ স্বাহা। ২। হ্রীং হূং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং ফট্ স্বাহা। ৩। হ্রীং ওঁ ঐং ওঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে ফট্ স্বাহা।

রোচনীয়ে লজ্জাদ্বন্দ্বমস্ত্রং স্বাহা-সমন্বিতম্[১] ।
ইয়ং সা ষোড়শী প্রোক্তা সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ৪৫
কথিতাঃ সকলা বিদ্যাঃ সারাৎসারতরাঃ শুভাঃ ।
আসামৃষির্ভৈরবোঽহং নাম্না তু ক্রোধভূপতিঃ ।
সম্রাট্‌ছন্দো দেবতা চ ছিন্নমস্তা প্রকীর্ত্তিতা ।
ষড়্‌দীর্ঘভাক্-স্বরেণৈব প্রণবাদ্যেন সুন্দরি ! ।
খড়্গাদ্যেন ঠঠান্তানি[২] ষড়ঙ্গানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৬
নারিদোষাদিকং চাসাং তাঃ সুসিদ্ধাঃ সুরাসুরৈঃ ।
সকলেষু চ বর্ণেষু সকলেম্বাশ্রমেষু চ ।
অন্তিমেষু চ বর্ণেষু ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িকা ।
প্রণবাদ্যাশ্চ[৩] যা বিদ্যাঃ শূদ্রাদৌ ন সমীরিতাঃ[৪] ॥ ৪৭
অস্যাশ্চৈব[৫] বিশেষোঽয়ং যোষিচ্চেৎ সমুপাসয়েৎ ।
ডাকিনী সা ভবত্যেব ডাকিনীভিঃ প্রজায়তে ।

বৈরোচনীয়ে' দুই মায়াবীজ, অস্ত্রমন্ত্র ও স্বাহা—এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বকাম্য ফল প্রদান করে । ৪৫

এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গলপ্রদ সমস্ত বিদ্যা কথিত হইল । ক্রোধভূপতি নামক আমি ভৈরব এই সমস্ত মন্ত্রের ঋষি, সম্রাট্‌ ছন্দঃ, ছিন্নমস্তা দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন । হে সুন্দর ! এই সকল মন্ত্রেরই অঙ্গন্যাসে আদিতে প্রণব, পরে আং ঈং ইত্যাদি ছয়টি দীর্ঘ স্বরবর্ণ, পরে খড়্গায় সুখড়্গায় বলিয়া শেষে স্বাহা বলিয়া ষড়ঙ্গ কল্পনা করিবে । ৪৬

এই সকল মন্ত্রের অরি-দোষাদি বিচার করিতে হইবে না ; দেব দৈত্যগণ এই সকল মন্ত্রকে সুসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন । সকল বর্ণ ও সকল আশ্রমী ব্যক্তি এমন কি শূদ্র পর্য্যন্ত এই মন্ত্র জপ করিলে ভোগ ও মোক্ষলাভ করিবে। কেবল যে সকল মন্ত্রের আদিতে প্রণব আছে, সেই সকল মন্ত্রে শূদ্রাদির অধিকার নাই । ৪৭

এই সকল মন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, যদি কোন স্ত্রী এই মন্ত্র গ্রহণ করে, তবে সেই স্ত্রী ডাকিনীদিগের দ্বারা জন্মে, ডাকিনী হয় এবং সিদ্ধযোগিনীর ন্যায়

১। শ্রীং ক্লীং হ্রীং ঐং বজ্রবৈরোচনীয়ে হ্রীং হ্রীং ফট্‌ স্বাহা। ২। ওঁ আং খড়্গায় স্বাহা হৃদয়ায় নম ইত্যাদি। ৩। প্রণবাদ্যা চ ইত্যেকবচনান্তঃ পাঠঃ ( আঃ বিঃ )। ৪। তথাচ স্বাহা-ঘটিত মন্ত্রো দেয় এতদ্বিদ্যায়াঃ ( খ টি )। ৫। আসামিতি ( আঃ বিঃ ) পাঠঃ।

পতিহীনা পুত্রহীনা যথা স্যাৎ সিদ্ধযোগিনী।
ইতি তে কথিতং তত্ত্বং রহস্যমখিলং প্রিয়ে।
অতিস্নেহতরঙ্গেণ ভক্ত্যা দাসোঽস্মি তে প্রিয়ে ॥ ৪৮

এতাসাং ধ্যানপূজাদিকং ষোড়শীবৎ কার্য্যম্ ॥ ৪৯

নাভৌ শুদ্ধারবিন্দং তদুপরি কমলং মণ্ডলং চণ্ডরশ্মেঃ,
সংসারস্যৈকসারাং ত্রিভুবনজননীং ধর্ম্মকামোদয়াঢ্যাম্।
তস্মিন্ মধ্যে ত্রিকোণে ত্রিতয়তনুধরাং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তাং,
তাং বন্দে জ্ঞানরূপাং নিখিলভয়হরাং যোগিনীং যোগমুদ্রাম্ ॥ ৫০

ইতি ছিন্নমস্তা-প্রকরণম্।

---

পতি-পুত্র-বিহীনা হইয়া বিচরণ করে। হে প্রিয়ে! তোমার ভক্তি দ্বারা আমি বাধ্য হইয়াছি, সেই কারণে অতিশয় স্নেহবশতঃ এই সমস্ত রহস্যময় তত্ত্ব তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। ৪৮

এই সকল মন্ত্রের ধ্যান-পূজাদি ষোড়শীপ্রকরণোক্ত পদ্ধতি অনুসারে করিতে হইবে। ৪৯

এক্ষণে পুনর্বার ছিন্নমস্তা দেবীর অন্য প্রকার ধ্যান বলিতেছেন। যথা নাভি-দেশে শুভ্রবর্ণ পদ্ম এবং তদুপরি নির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল. তাহার মধ্যস্থিত ত্রিকোণে ত্রিমূর্ত্তি-ধারিণী সংসারের সারভূতা ত্রিভুবন-জননী, ধর্ম্ম ও কামের উদয়কারিণী, প্রশস্তা, জ্ঞানস্বরূপা, নিখিলভয়-হারিণী যোগিনী ছিন্নমস্তা দেবীকে আমি বন্দনা করি। ৫০

ছিন্নমস্তাপ্রকরণ সমাপ্ত।

## অথ ছিন্নমস্তাস্তোত্রম্।

ঈশ্বর উবাচ—

স্তবরাজমহং বন্দে বৈরোচন্যাঃ শুভপ্রদম্।

নাভৌ শুভ্রারবিন্দং[1] তদুপরি বিলসন্মণ্ডলং চণ্ডরশ্মেঃ,
সংসারস্যৈকসারাং ত্রিভুবনজননীং ধর্মকামার্থদাত্রীম্।
তস্মিন্মধ্যে ত্রিভাগে ত্রিতয়তনুধরাং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তাং,
তাং বন্দে ছিন্নমস্তাং শমনভয়হরাং যোগিনীং যোগমুদ্রাম্ ॥ ১

নাভৌ শুদ্ধসরোজ-বক্ত্র-বিলসদ্‌বন্ধূক-পুষ্পারুণং
ভাস্বদ্‌ভাস্করমণ্ডলং তদুদরে তদ্‌যোনিচক্রং মহৎ।
তন্মধ্যে বিপরীত-মৈথুনরত-প্রদ্যুম্ন-সৎকামিনী-
পৃষ্ঠস্থাং তরুণার্ককোটি-বিলসৎ-তেজঃস্বরূপাং ভজে ॥ ২

বামে ছিন্নশিরোধরাং তদিতরে পাণৌ মহৎকর্ত্তৃকাং
প্রত্যালীঢ়পদাং দিগন্ত-বসনামুন্মুক্ত-কেশ-ব্রজাম্।
ছিন্নাত্মীয়শিরঃ-সমুচ্ছলদসৃগ্‌ধারাং পিবন্তীং পরাং
বালাদিত্যসম-প্রকাশ-বিলসন্নেত্রত্রয়োদ্ভাসিনীম্ ॥ ৩

বামাদন্যত্র নালং বহুগহনগলদ্রক্ত-ধারাভিরুচ্চৈ[2]-
র্গায়ন্তীমস্থি-ভূষাঙ্করকমল-লসৎ-কর্ত্তৃকামুগ্ররূপাম্।
রক্তামারক্ত-কেশী-মপগতবসনাং বর্ণিনীমাত্মশক্তিং,
প্রত্যালীঢ়োরুপাদা-মরুণিতনয়নাং যোগিনীং যোগনিদ্রাম্ ॥ ৪

দিগ্বস্ত্রাং মুক্তকেশীং প্রলয়ঘনঘটা-ঘোররূপাং প্রচণ্ডাং
দংষ্ট্রাদুষ্প্রেক্ষ্য বক্ত্রোদর-বিবর-লসল্লোলজিহ্বাগ্র-ভাসাম্।
বিদ্যুল্লোলাক্ষিযুগ্মাং হৃদয়তট-লসদ্ভোগিনীং ভোগমূর্ত্তিং[3]
সদ্যশ্ছিন্নাত্মকণ্ঠ-প্রগলিতরুধিরৈ-র্ডাকিনীং বর্দ্ধয়ন্তীম্ ॥ ৫

ব্রহ্মেশানাচ্যুতাদ্যৈঃ শিরসি বিনিহিতা মন্দপাদারবিন্দৈ-
রাপ্তৈর্যোগীন্দ্রমুখ্যৈঃ প্রতিপদমনিশং চিন্তিতাং চিন্ত্যরূপাম্।
সংসারে সারভূতাং ত্রিভুবনজননীং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তা-
মিষ্টাস্তামিষ্টদাত্রীং কলিকলুষহরাং চেতসা চিন্তয়ামি ॥ ৬

---

১। শুভ্রাংশুবিম্বং। ২। বহুবহল-গলদ্রক্তধারাভিরুচ্চৈঃ। ৩। ভীমমূর্ত্তিং।

উৎপত্তি-স্থিতি-সংহৃতীর্ঘটয়িতুং ধত্তে ত্রিরূপাং তনুং
ত্রৈগুণ্যাজ্জগতো যদীয়বিকৃতির্ব্রহ্মাচ্যুতঃ শূলভৃৎ।
তামাদ্যাং প্রকৃতিং স্মরামি মনসা সর্বার্থসংসিদ্ধয়ে
যস্যাঃ স্মেরপদারবিন্দ-যুগলে লাভং ভজন্তে নরাঃ[১] ॥ ৭

অভিলষিত-পরস্ত্রীযোগ-পূজাপরোঽহং
বহুবিধজন-ভাবারম্ভ-সম্ভাবিতোঽহম্।
পশুজন-বিরতোঽহং ভৈরবী-সংস্থিতোঽহং
গুরুচরণপরোঽহং ভৈরবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৮

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ব্রহ্মণা ভাষিতং পুরা।
সর্বসিদ্ধিপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৯

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় দেব্যাঃ সন্নিহিতোঽপি বা।
তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি! বাঞ্ছিতার্থ-প্রদায়িনী ॥ ১০

ধনধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ।
বসুন্ধরাং মহাবিদ্যামষ্টসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১১

বৈয়াঘ্রাজিন-রঞ্জিত-স্বজঘনেঽরণ্যে প্রলম্বোদরে
খর্বেঽনির্বচনীয়-পর্বসুভগে মুণ্ডাবলী-মণ্ডিতে।
কর্ত্রীং কুন্দরুচিং বিচিত্রবনিতাং জ্ঞানে দধানে পদে
মাত-র্ভক্তজনানুকম্পিনি মহামায়েঽস্তু তুভ্যং নমঃ ॥ ১২

ইতি ছিন্নমস্তাস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

## অথ কবচম্

শ্রীদেব্যুবাচ—

কথিতাশ্ছিন্নমস্তায়া যা যা বিদ্যাঃ সুগোপিতাঃ।
ত্বয়া নাথেন জীবেশ শ্রুতাশ্চাধিগতা ময়া ॥ ১
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং পূর্বসূচিতম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং কথ্যতাং প্রভো ॥ ২

---

১। ভজন্তেঽমরাঃ।

ভৈরব উবাচ—

শৃণু বক্ষ্যামি দেবেশি[১] সর্বদেব-নমস্কৃতে।
ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম কবচং সর্বমোহনম্ ॥ ৩
সর্ববিদ্যাময়ং সাক্ষাৎ সুরাসুর-জয়প্রদম্।
ধারণাৎ পঠনাদীশস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী বিভুঃ ॥ ৪
ব্রহ্মা নারায়ণো রুদ্রো ধারণাৎ পঠনাৎ যতঃ।
কর্ত্তা পাতা চ সংহর্ত্তা ভুবনানাং সুরেশ্বরি ॥ ৫
ন দেয়ং পরশিষ্যেভ্যো হ্যভক্তেভ্যো বিশেষতঃ।
দেয়ং শিষ্যায় ভক্তায় প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকায় চ ॥ ৬
দেব্যাশ্চ ছিন্নমস্তায়াঃ কবচস্য চ ভৈরবঃ।
ঋষির্বিরাট্ চ ছন্দস্তু দেবতা ছিন্নমস্তকা ॥ ৭
ত্রৈলোক্যবিজয়ে মুক্তৌ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
হূংকারো মে শিরঃ পাতু ছিন্নমস্তাঽমলপ্রভা[২] ॥ ৮
হ্রীং হ্রীং ঐং ত্র্যক্ষরী পাতু ভালং বক্ত্রং[৩] দিগম্বরী।
শ্রীং হ্রীং হূঁ ঐং দৃশৌ পাতু মুণ্ড-কর্ত্তৃধরাপি সা ॥ ৯
সা বিদ্যা প্রণবাদ্যন্তা শ্রুতিযুগ্মং সদাঽবতু।
বজ্রবৈরোচনীয়ে হূং ফট্ স্বাহা চ ভ্রুবাদিকম্[৪] ॥ ১০
ঘ্রাণং পাতু ছিন্নমস্তা স্বমুণ্ডকর্ত্রী-ধারিণী[৫]।
শ্রী-মায়া-কূর্চ-বাগ্বীজৈর্বজ্রবৈরোচনীয়ে হূম্ ॥ ১১
হূং ফট্ স্বাহা মহাবিদ্যা ষোড়শী ব্রহ্মরূপিণী।
স্বপার্শ্বে বালিকা চাসৃগ্‌ধারাং পায়য়তী মুদা ॥ ১২
বদনং সর্ব্বদা পাতু ছিন্নমস্তা স্বশক্তিকা।
মুণ্ডকর্ত্রীধরারক্তা সাধকাভীষ্ট-দায়িনী ॥ ১৩
বর্ণিনী ডাকিনীযুক্তা সাপি মামভিতোঽবতু।
রমাদ্যা পাতু জিহ্বাঞ্চ লজ্জাদ্যা পাতু কণ্ঠকম্ ॥ ১৪
কূর্চাদ্যা হৃদয়ং পাতু বাগাদ্যা স্তনযুগ্মকম্।
রময়া পুটিতা বিদ্যা পার্শ্বৌ পাতু সুরেশ্বরী ॥ ১৫

১। দেবীশি। ২। ছিন্নমস্তা বলপ্রদা। ৩। ভালং রক্তেতি তন্ত্রসারে।
৪। ধ্রুবাদিকেতি তন্ত্রসারে। ৫। মুণ্ডকর্ত্তৃ-বিধারিণী।

মায়য়া পুটিতা পাতু নাভিদেশং দিগম্বরী।
কুর্চেন পুটিতা দেবী পৃষ্ঠদেশং সদাঽবতু ॥ ১৬
বাগ্বীজপুটিতা চৈষাং মধ্যং পাতু সশক্তিকা।
ঈশ্বরী কূর্চবাগ্বীজে বজ্রবৈরোচনীয়ে হূম্ ॥ ১৭
হূং ফট্ স্বাহা মহাবিদ্যা সূর্য্যকোটি-সমপ্রভা।
ছিন্নমস্তা সদা পায়াদূরুযুগ্মং সশক্তিকা ॥ ১৮
হ্রীং হূং চ বর্ণিনী জানু শ্রীং হ্রীং হ্রূং ডাকিনী পদম্।
সর্ববিদ্যাস্থিতা নিত্যা সর্বাঙ্গং মে সদাঽবতু ॥ ১৯
প্রাচ্যাং পায়াদেকলিঙ্গা যোগিনী পাবকেঽবতু।
ডাকিনী দক্ষিণে পাতু শ্রীমহাভৈরবী চ মাম্ ॥ ২০
নৈঋর্ত্যাং সততং পাতু ভৈরবী পশ্চিমেঽবতু।
ইন্দ্রাণী পাতু বায়ব্যেঽসিতাঙ্গী পাতু চোত্তরে ॥ ২১
সংহারিণী সদা পাতু শিবকোণে সকর্ত্তৃকা।
ইত্যষ্টশক্তয়ঃ পান্তু দিগ্বিদিক্ষু সকর্ত্তৃকাঃ ॥ ২২
ক্রীং ক্রীং ক্রীং মাং পাতু পূর্বে হূং হূং মাং পাতু পাবকে।
হ্রীং হ্রীং মাং দক্ষিণে পাতু দক্ষিণে কালিকাঽবতু ॥ ২৩
ক্রীং ক্রীং ক্রীং চৈব নৈঋর্ত্যাং হ্রীং হ্রীং মাং পশ্চিমেঽবতু।
হ্রীং হ্রীং পাতু মরুৎকোণে স্বাহা পাতু সদোত্তরে ॥ ২৪
মহাকালী খড়্গহস্তা শিবকোণে সদাঽবতু।
তারা মায়া বধূঃ কূর্চং ফট্কারোঽয়ং মহামনুঃ[১] ॥ ২৫
খড়্গ-কর্ত্তৃ-ধরা তারা চোর্দ্ধদেশং সদাঽবতু।
হ্রীং শ্রীং হূং ফট্ পাতালে মাং পাতু চৈকজটা সতী ॥ ২৬
তারাঽস্ত্ররহিতা[২] খেঽব্যান্মহানীল-সরস্বতী।
ইতি তে কথিতং দেব্যাঃ কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ২৭
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ভীমঃ ক্রোধাখ্যো ভৈরবঃ প্রভুঃ।
সুরাসুর-মুনীন্দ্রাণাং কর্ত্তা হর্ত্তা ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ২৮
যস্যাজ্ঞয়া মধুমতী যাতি সা সাধকান্তিকম্।
ভূতিন্যাদ্যাশ্চ যোগিন্যো যক্ষিণ্যাদ্যাশ্চ খেচরাঃ ॥ ২৯

১। ফটকারো মাং মহামনুঃ।  ২। তারা তু সহিতা।

আজ্ঞাং গৃহ্ণন্তি তাস্তস্য কবচস্য প্রসাদতঃ।
এতদেব পরং ব্রহ্ম কবচং মন্মুখোদিতম্ ॥ ৩০
দেবীমভ্যর্চ্য গন্ধাদ্যৈর্মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
সম্বৎসর-কৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১
ভূর্জে বিলিখিতঞ্চৈব গুটিকাং কাঞ্চনে স্থিতাম্।
ধারয়েদ্দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা যদি বাগ্যতঃ[১] ॥ ৩২
সর্বৈশ্বর্য্যযুতো ভূত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ।
তস্য গেহে বসেল্লক্ষ্মীর্বাণী চ বদনাম্বুজে[২] ॥ ৩৩
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্গাত্রে যান্তি সৌম্যতাম্।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো ভজেচ্ছিন্নমস্তকাম্।
সোঽপি শস্ত্রপ্রহারেণ মৃত্যুমাপ্নোতি সত্বরম্।

ইতি শ্রীভৈরবতন্ত্রে ভৈরবী-ভৈরব সংবাদে ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম ছিন্নমস্তাকবচং সমাপ্তম্ ॥

## অথ ছিন্নমস্তাহৃদয়ম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

শ্রুতং পূজাদিকং সম্যগ্ ভবদ্বক্ত্রাব্জ-নিঃসৃতম্।
হৃদয়ং ছিন্নমস্তায়াঃ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

নাদ্যাবধি ময়া প্রোক্তং কস্যাপি প্রাণবল্লভে।
যত্ত্বয়া পরিপৃষ্টোঽহং বক্ষ্যে প্রীত্যৈ তব প্রিয়ে ॥

ওঁ অস্য শ্রীছিন্নমস্তা-হৃদয়স্তোত্রমন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিঃ সম্রাট্ ছন্দশ্ছিন্নমস্তা দেবতা হূঁ বীজং ওঁ শক্তিঃ হ্রীং কীলকং শত্রুক্ষয়করণার্থে পাঠে বিনিয়োগঃ।

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হূঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ ক্লীং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ঔঁ কবচায় হুং, ওঁ হূঁ অস্ত্রায় ফট্ ॥ এবং করন্যাসঃ।

---

১। যদি বাগ্যতঃ। ২। বদনাম্বুজে

অথ ধ্যানম্

রক্তাভাং রক্তকেশীং করকমল-লসৎ-কর্ত্তৃকাং কালকান্তিং
বিচ্ছিন্নাত্মীয়মুণ্ডাসৃগরুণবহুলাদগ্রধারাং পিবন্তীম্ ।
বিঘ্নাভ্রৌঘ-প্রচণ্ডশ্বসন-সমনিভাং সেবিতাং সিদ্ধসঙ্ঘৈঃ
পদ্মাক্ষীং ছিন্নমস্তাং ছলকরদিতিজচ্ছেদিনীং সংস্মরামি ॥ ১

বন্দেঽহং ছিন্নমস্তাং তাং ছিন্নমুণ্ডধরাং পরাম্ ।
ছিন্নগ্রীবোচ্ছটাচ্ছন্নাং ক্ষৌমবস্ত্র-পরিচ্ছদাম্ ॥ ১
সর্বদা সুরসঙ্ঘেন সেবিতাঙ্ঘ্রি-সরোরুহাম্ ।
সেবে সকলসম্পত্ত্যৈ ছিন্নমস্তাং শুভপ্রদাম্ ॥ ২
যজ্ঞানাং যোগযজ্ঞায় যা তু জাতা যুগে যুগে ।
দানবান্তকরী দেবী ছিন্নমস্তাং ভজামি তাম্ ॥ ৩
বৈরোচনীং বরারোহাং বামদেব-বিবর্দ্ধিতাম্ ।
কোটিসূর্য্যপ্রভাং বন্দে বিদ্যুদ্বর্ণাক্ষিমণ্ডিতাম্ ॥ ৪
নিজকণ্ঠোচ্ছলদ্রক্ত-ধারয়া যা মুহুর্মুহুঃ ।
যোগিনীস্তর্পয়ন্ত্যগ্রা তস্যাশ্চরণমাশ্রয়ে ॥ ৫
হূমিত্যেকাক্ষরং মন্ত্রং যদীয়ং যুক্তমানসঃ ।
যো জপেত্তস্য বিদ্বেষী ভস্মতাং যাতি তাং ভজে ॥ ৬
হূং স্বাহেতি মনুং সম্যগ্ যঃ স্মরত্যার্ত্তিমান্নরঃ ।
ছিনত্তি ছিন্নমস্তা যা তস্য বাধাং নমামি তাম্ ॥ ৭
যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ ক্রূরভূতাদয়ো দ্রুতম্ ।
দূরতঃ সংপলায়ন্তে ছিন্নমস্তাং ভজামি তাম্ ॥ ৮
ক্ষিতিতল-পরিরক্ষা ক্ষান্তরোষা সুদক্ষা,
ছলযুত-খলকক্ষা ছেদনে ক্ষান্তিলক্ষ্যা ।
ক্ষিতিদিতিজসুপক্ষা ক্ষোণিপাক্ষয্যশিক্ষা,
জয়তু জয়তু চাক্ষা ছিন্নমস্তারিভক্ষা ॥ ৯
কলিকলুষকলানাং কর্ত্তনে কর্ত্তৃহস্তা,
সুরকুবলয়কাশা মন্দভানুপ্রকাশা ।
অসুরকুলকলাপ-ত্রাসিকা-কালমূর্ত্তি-
র্জয়তু জয়তু কালী ছিন্নমস্তা করালী ॥ ১০

ভুবনভরণ-ভূরি-ভ্রাজমানানুভাবা,
ভবভব-বিভবানাং ভারণোদ্ভাতভূতিঃ।
দ্বিজকুল-কমলানাং ভাসিনী ভানুমূর্ত্তি-
র্ভবতু ভবতু বাণী ছিন্নমস্তা ভবানী ॥ ১১
মম রিপুগণমাশু ছেত্তুমুগ্রং কৃপাণং,
সপদি জননি তীক্ষ্ণং ছিন্নমুণ্ডং গৃহাণ।
ভবতু তব যশোঽলং ছিন্ধি শত্রূন্ খলান্ মে,
মম চ পরিদিশেষ্টং ছিন্নমস্তে ক্ষমস্ব ॥ ১২
ছিন্নগ্রীবা ছিন্নমস্তা ছিন্নমুণ্ড-ধরাঽক্ষতা।
ক্ষোদক্ষেমকরী স্বক্ষা ক্ষোণীশাচ্ছাদনক্ষমা ॥ ১৩
বৈরোচনী বরারোহা বলিদান-প্রহর্ষিতা।
বলি-পূজিত-পাদাব্জা বাসুদেব-প্রপূজিতা ॥ ১৪
ইতি দ্বাদশনামানি ছিন্নমস্তা-প্রিয়াণি যঃ।
স্মরেৎ প্রাতঃ সমুত্থায় তস্য নশ্যন্তি শত্রবঃ ॥ ১৫
যাং স্মৃত্বা সন্তি সদ্যঃ সকলসুরগণাঃ সর্বদা সম্পদাঢ্যাঃ,
শত্রূণাং সঙ্ঘমাহত্য বিশদবদনাঃ স্বস্থচিত্তাঃ শ্রয়ন্তি।
তস্যাঃ সংকল্পবন্তঃ সরসিজচরণং সন্ততং সংশ্রয়ন্তি,
সাদ্যা শ্রীশাদিসেব্যা সুফলতু সুতরাং ছিন্নমস্তা প্রশস্তা ॥ ১৬
হৃদয়মিদমজ্ঞাত্বা হন্তুমিচ্ছতি যো দ্বিষম্।
কথং তস্যাচিরং শত্রুর্নাশমেষ্যতি পার্বতি ॥ ১৭
যদীচ্ছেন্নাশনং শত্রোঃ শীঘ্রমেতৎ পঠেন্নরঃ।
ছিন্নমস্তা প্রসন্নাঽপি দদাতি ফলমীপ্সিতম্ ॥ ১৮
শত্রুপ্রশমনং পুণ্যং সমীপ্সিত-ফলপ্রদম্।
আয়ুরারোগ্যদং চৈব পঠতাং পুণ্যসাধনম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীনন্দ্যাবর্ত্তে মহাদেব-পার্বতী-সংবাদে শ্রীছিন্নমস্তা-হৃদয়-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

## অথাষ্টোত্তর-শতনাম-স্তোত্রম্

শ্রীপার্বত্যুবাচ—

নাম্নাং সহস্রং পরমং ছিন্নমস্তাপ্রিয়ং শুভম্।
কথিতং ভবতা শম্ভো সদ্যঃ শত্রু-নিকৃন্তনম্॥ ১
পুনঃ পৃচ্ছাম্যহং দেব কৃপাং কুরু মমোপরি।
সহস্রনামপাঠে চ অশক্তো যঃ পুমান্ ভবেৎ॥ ২
তেন কিং পঠ্যতে নাথ তন্মে ব্রূহি কৃপাময়।

শ্রীসদাশিব উবাচ—

অষ্টোত্তরশতং নাম্নাং পঠ্যতে তেন সর্বদা॥ ৩
সহস্রনামপাঠস্য ফলং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
ওঁ অস্য শ্রীছিন্নমস্তাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রস্য
সদাশিব ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীছিন্নমস্তা দেবতা
মম সকলসিদ্ধি-প্রাপ্তয়ে জপে বিনিয়োগঃ॥ ৪
ওঁ ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা মহাভীমা মহোদরী।
চণ্ডেশ্বরী চণ্ডমাতা চণ্ডমুণ্ডপ্রভঞ্জিনী॥ ৫
মহাচণ্ডা চণ্ডরূপা চণ্ডিকা চণ্ডখণ্ডিনী।
ক্রোধিনী ক্রোধজননী ক্রোধরূপা কুহূঃ কলা॥ ৬
কোপাতুরা কোপযুতা কোপসংহার-কারিণী।
বজ্রবৈরোচনী বজ্রা বজ্রকল্পা চ ডাকিনী॥ ৭
ডাকিনী-কর্মনিরতা ডাকিনী-কর্মপূজিতা।
ডাকিনী-সঙ্গনিরতা ডাকিনী-প্রেমপূরিতা॥ ৮
খট্বাঙ্গ-ধারিণী খর্বা খড়্গ-খর্পর-ধারিণী।
প্রেতাশনা প্রেতযুতা প্রেতসঙ্গ-বিহারিণী॥ ৯
ছিন্নমুণ্ডধরা ছিন্নচণ্ডবিদ্যা চ চিত্রিণী।
ঘোররূপা ঘোরদৃষ্টি র্ঘোররাবা ঘনোদরী॥ ১০
যোগিনী যোগনিরতা জপযজ্ঞপরায়ণা।
যোনিচক্রময়ী যোনি-র্যোনিচক্র-প্রবর্ত্তিনী॥ ১১

যোনিমুদ্রা যোনিগম্যা যোনিযন্ত্র-নিবাসিনী।
যন্ত্ররূপা যন্ত্রময়ী যন্ত্রেশী যন্ত্রপূজিতা ॥ ১২
কীর্ত্যা কপর্দ্দিনী কালী কঙ্কালী কলবিকারিণী।
আরক্তা রক্তনয়না রক্তপান-পরায়ণা ॥ ১৩
ভবানী ভূতিদা ভূতি-র্ভূতিদাত্রী চ ভৈরবী।
ভৈরবাচার-নিরতা ভূতভৈরব-সেবিতা ॥ ১৪
ভীমা ভীমেশ্বরী দেবী ভীমনাদ-পরায়ণা।
ভবারাধ্যা ভবনুতা ভবসাগর-তারিণী ॥ ১৫
ভদ্রকালী ভদ্রতনু র্ভদ্ররূপা চ ভদ্রিকা।
ভদ্ররূপা মহাভদ্রা সুভদ্রা ভদ্রপালিনী ॥ ১৬
সুভব্যা ভব্যবদনা সুমুখী সিদ্ধসেবিতা।
সিদ্ধিদা সিদ্ধিনিবহা সিদ্ধা সিদ্ধ-নিষেবিতা ॥ ১৭
শুভদা শুভগা শুদ্ধা শুদ্ধসত্ত্বা শুভাবহা।
শ্রেষ্ঠাদৃষ্টিময়ী দেবী দৃষ্টিসংহার-কারিণী ॥ ১৮
শর্বাণী সর্বগা সর্বা সর্বমঙ্গলকারিণী।
শিবা শান্তা শান্তিরূপা মৃডাণী মদনাতুরা ॥ ১৯
ইতি তে কথিতং দেবি স্তোত্রং পরমদুর্লভম্।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং গোপ্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ২০
কিমত্র বহুনোক্তেন ত্বদগ্রে প্রাণবল্লভে।
মারণং মোহনং দেবি হ্যুচ্চাটনমতঃ পরম্ ॥ ২১
স্তম্ভনাদিক-কর্মাণি ঋদ্ধয়ঃ সিদ্ধয়োঽপি চ।
ত্রিকাল-পঠনাদস্য সর্বে সিদ্ধ্যন্ত্যসংশয়ঃ ॥ ২২
মহোত্তমং স্তোত্রমিদং বরাননে, ময়েরিতং নিত্যমনন্যবুদ্ধয়ঃ।
পঠন্তি যে ভক্তিযুতা নরোত্তমা, ভবেন্ন তেষাং রিপুভিঃ পরাজয়ঃ ॥ ২৩

ইতি শ্রীছিন্নমস্তাষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

## অথ সহস্রনামস্তোত্রম্

শ্রীদেব্যুবাচ—

বদ দেব মহাদেব সর্বশাস্ত্রবিদাং বর।
কৃপাং কুরু জগন্নাথ কথয়স্ব মম প্রভো॥ ১
প্রচণ্ডচণ্ডিকা দেবী সর্বলোক-হিতৈষিণী।
তস্যাশ্চ কথিতং সর্বং স্তবঞ্চ কবচাদিকম্॥ ২
ইদানীং ছিন্নমস্তায়া নাম্নাং সাহস্রকং শুভম্।
মে প্রকাশয় দেবেশ কৃপয়া ভক্তবৎসল॥ ৩

শিব উবাচ—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ছিন্নায়াঃ সুমনোহরম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্॥ ৪
ন বক্তব্যঞ্চ কুত্রাপি প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
তচ্ছৃণুষ্ব মহেশানি সর্বং তৎ কথয়ামি তে॥ ৫
বিনা পূজাং বিনা ধ্যানং বিনা জাপ্যেন সিদ্ধ্যতি।
বিনা ধ্যানং তথা দেবি বিনা ভূতাদিশোধনম্।
পঠনাদেব সিদ্ধিঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বরাননে॥ ৬
পুরা কৈলাসশিখরে সর্বদেব-সভালয়ে।
পরিপপ্রচ্ছ কথিতং যথা শৃণু বরাননে॥ ৭
অস্য শ্রীপ্রচণ্ডচণ্ডিকা-সহস্রনামস্তোত্রস্য
ভৈরব ঋষিঃ সম্রাট্ ছন্দঃ প্রচণ্ডচণ্ডিকা দেবতা
ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষার্থে জপে বিনিয়োগঃ॥ ৮
প্রচণ্ডচণ্ডিকা চণ্ডা চণ্ডদেব্যবিনাশিনী।
চামুণ্ডা চ সুচণ্ডা চ চপলা চারুদেহিনী॥ ৯
ললজ্জিহ্বা চলদ্রক্তা চারুচন্দ্র-নিভাননা।
চকোরাক্ষী চণ্ডনাদা চঞ্চলা চ মনোন্মদা॥ ১০
চেতনা চিতিসংস্থা চ চিৎকলা জ্ঞানরূপিণী।
মহাভয়ঙ্করী দেবী বরদাভয়ধারিণী॥ ১১

ভয়াঢ্যা ভয়রূপা চ ভববন্ধবিমোচিনী ।
ভবানী ভুবনেশী চ ভবসংসার-তারিণী ॥ ১২
ভবাব্ধির্ভবমোক্ষা চ ভববন্ধ-বিঘাতিনী ।
ভাগীরথী ভগস্থা চ ভাগ্য-ভোগ্য-প্রদায়িনী ॥ ১৩
কমলা কামদা দুর্গা দুর্গবন্ধ-বিমোচিনী ।
দুর্দর্শনা দুর্গরূপা দুর্জ্ঞেয়া দুর্গনাশিনী ॥ ১৪
দীনদুঃখহরা নিত্যা নিত্যশোকবিনাশিনী ।
নিত্যানন্দময়ী দেবী নিত্যং কল্যাণকারিণী ॥ ১৫
সর্বার্থসাধনকরী সর্বসিদ্ধিস্বরূপিণী ।
সর্বক্ষোভনশক্তিশ্চ সর্ববিদ্রাবিণী পরা ॥ ১৬
সর্বরঞ্জনশক্তিশ্চ সর্বোন্মাদস্বরূপিণী ।
সর্বজ্ঞা সিদ্ধিদাত্রী চ সিদ্ধিবিদ্যাস্বরূপিণী ॥ ১৭
সকলা নিষ্কলা সিদ্ধা কলাতীতা কলাময়ী ।
কুলজ্ঞা কুলরূপা চ চক্ষুরানন্দদায়িনী ॥ ১৮
কুলীনা সামরূপা চ কামরূপা মনোহরা ।
কমলস্থা কঞ্জমুখী কুঞ্জরেশ্বর-গামিনী ॥ ১৯
কুলরূপা কোটরাক্ষী কমলৈশ্বর্যদায়িনী ।
কুন্তী ককুদ্মিনী কুল্লা কুরুকুল্লা করালিকা ॥ ২০
কামেশ্বরী কামমাতা কামতাপ-বিমোচিনী ।
কামরূপা কামসত্ত্বা কামকৌতুক-কারিণী ॥ ২১
কারুণ্যহৃদয়া ক্রীং-ক্রীং-মন্ত্ররূপা চ কোটরা ।
কৌমোদকী কুমুদিনী কৈবল্যা কুলবাসিনী ॥ ২২
কেশবী কেশবারাধ্যা কেশীদৈত্য-নিষূদিনী ।
ক্লেশহা ক্লেশরহিতা ক্লেশসংঘ-বিনাশিনী ॥ ২৩
করালী চ করালাস্যা করালাসুর-নাশিনী ।
করালচর্মাসিধরা করালকুলনাশিনী ॥ ২৪
কঙ্কিনী কঙ্কনিরতা কপালবরধারিণী ।
খড়্গহস্তা ত্রিনেত্রা চ চণ্ডমুণ্ডাসিধারিণী ॥ ২৫

খলহা খলহন্ত্রী চ ক্ষরতী খগতী সদা।
গঙ্গা গৌতমপূজ্যা চ গৌরী গন্ধর্ববাসিনী ॥ ২৬
গন্ধর্বা গগণারাধ্যা গণাগন্ধর্ব-সেবিতা।
গণৎকারগণা দেবী নির্গুণা চ গুণাত্মিকা ॥ ২৭
গুণতা গুণদাত্রী চ গুণগৌরবদায়িনী।
গণেশমাতা গম্ভীরা গগণাজ্জ্যোতিকারিণী ॥ ২৮
গৌরাঙ্গী চ গয়াগম্যা গৌতমস্থান-বাসিনী।
গদাধরপ্রিয়া জ্ঞেয়া জ্ঞানগম্যা গুহেশ্বরী ॥ ২৯
গায়ত্রী চ গুণবতী গুণাতীতা গুণেশ্বরী।
গণেশজননী দেবী গণেশবরদায়িনী ॥ ৩০
গণাধ্যক্ষনুতা নিত্যা গণাধ্যক্ষ-প্রপূজিতা।
গিরীশরমণী দেবী গিরীশ-পরিবন্দিতা ॥ ৩১
গতিদা গতিহা গীতা গৌতমীগুরুসেবিতা।
গুরুপূজ্যা গুরুযুতা গুরুসেবনতৎপরা ॥ ৩২
গন্ধদ্বারা চ গন্ধাঢ্যা গন্ধাত্মা গন্ধকারিণী।
গীর্ব্বাণপতিসংপূজ্যা গীর্বাণপতিতুষ্টিদা ॥ ৩৩
গীর্বাণাধীশরমণী গীর্বাণাধীশবন্দিতা।
গীর্বাণাধীশসংসেব্যা গীর্বাণাধীশহর্ষদা ॥ ৩৪
গানশক্তির্গানগম্যা গানশক্তিপ্রদায়িনী।
গানবিদ্যা গানসিদ্ধা গানসন্তুষ্টমানসা ॥ ৩৫
গানাতীতা গানগীতা গানহর্ষ-প্রপূরিতা।
গন্ধর্বপতি-সংহৃষ্টা গন্ধর্বগুণ-মণ্ডিতা ॥ ৩৬
গন্ধর্বগণ-সংসেব্যা গন্ধর্বগণ-মধ্যগা।
গন্ধর্বগণকুশলা গন্ধর্বগণপূজিতা ॥ ৩৭
গন্ধর্বগণনিরতা গন্ধর্বগণভূষিতা।
ঘর্ঘরা ঘোররূপা চ ঘোরঘুর্ঘুর-নাদিনী ॥ ৩৮
ঘর্মবিন্দুসমুদ্ভূতা ঘর্মবিন্দুস্বরূপিণী।
ঘণ্টারবা ঘনরবা ঘনরূপা ঘনোদরী ॥ ৩৯

ঘোরসত্ত্বা চ ঘনদা ঘণ্টানাদ-বিনোদিনী।
ঘোরচাণ্ডালিনী ঘোরা ঘোরচণ্ডবিনাশিনী ॥ ৪০
ঘোরদানবদমনী ঘোরদানবনাশিনী।
ঘোরকর্মাদিরহিতা ঘোরকর্মনিষেবিতা ॥ ৪১
ঘোরতত্ত্বময়ী দেবী ঘোরতত্ত্ববিমোচিনী।
ঘোরকর্মাদিরহিতা ঘোরকর্মাদিপূরিতা ॥ ৪২
ঘোরকর্মাদিনিরতা ঘোরকর্মপ্রবর্দ্ধিনী।
ঘোরভূতপ্রমথনী ঘোরবেতালনাশিনী ॥ ৪৩
ঘোরদাবাগ্নিদমনী ঘোরশত্রুনিষূদিনী।
ঘোরমন্ত্রযুতা চৈব ঘোরমন্ত্রপ্রপূজিতা ॥ ৪৪
ঘোরমন্ত্রমনোঽভিজ্ঞা ঘোরমন্ত্রফলপ্রদা।
ঘোরমন্ত্রনিধিশ্চৈব ঘোরমন্ত্রকৃতাস্পদা ॥ ৪৫
ঘোরমন্ত্রেশ্বরী দেবী ঘোরমন্ত্রার্থমানসা।
ঘোরমন্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞা ঘোরমন্ত্রার্থপারগা ॥ ৪৬
ঘোরমন্ত্রার্থবিভবা ঘোরমন্ত্রার্থবোধিনী।
ঘোরমন্ত্রার্থনিচয়া ঘোরমন্ত্রার্থজন্মভূঃ ॥ ৪৭
ঘোরমন্ত্রজপরতা ঘোরমন্ত্রজপোদ্যতা।
ঙকার-বর্ণনিলয়া ঙকারাক্ষরমণ্ডিতা ॥ ৪৮
ঙকারাপররূপা চ ঙকারাক্ষররূপিণী।
চিত্ররূপা চিত্রনাড়ী চারুকেশী চয়প্রভা ॥ ৪৯
চঞ্চলা চঞ্চলাকারা চারুরূপা চ চণ্ডিকা।
চতুর্বেদময়ী চণ্ডা চাণ্ডালগণমণ্ডিতা ॥ ৫০
চাণ্ডালচ্ছেদিনী চণ্ডতাপ-নির্মূলকারিণী।
চতুর্ভুজা চণ্ডরূপা চণ্ডমুণ্ড-বিনাশিনী ॥ ৫১
চন্দ্রিকা চন্দ্রকীর্ত্তিশ্চ চন্দ্রকান্তিস্তথৈব চ।
চন্দ্রাস্যা চন্দ্ররূপা চ চন্দ্রমৌলি-স্বরূপিণী ॥ ৫২
চন্দ্রমৌলিপ্রিয়া চন্দ্রমৌলি-সন্তুষ্টমানসা।
চকোরবন্ধুরমণী চকোরবন্ধুপূজিতা ॥ ৫৩

চক্ররূপা চক্রময়ী চক্রাকারস্বরূপিণী।
চক্রপাণিপ্রিয়া চক্রপাণি-প্রীতিপ্রদায়িনী ॥ ৫৪
চক্রপাণি-রসাভিজ্ঞা চক্রপাণি-বরপ্রদা।
চক্রপাণি-বরোন্মত্তা চক্রপাণি-স্বরূপিণী ॥ ৫৫
চক্রপাণীশ্বরী নিত্যং চক্রপাণি-নমস্কৃতা।
চক্রপাণি-সমুদ্ভূতা চক্রপাণি-গুণাস্পদা ॥ ৫৬
চন্দ্রাবলী চন্দ্রবতী চন্দ্রকোটি-সমপ্রভা।
চন্দনার্চিত-পাদাব্জা চন্দনান্বিত-মস্তকা ॥ ৫৭
চারুকীর্ত্তিশ্চারুনেত্রা চারুচন্দ্রবিভূষণা।
চারুভূষা চারুবেষা চারুবেষ-প্রদায়িনী ॥ ৫৮
চারুভূষাভূষিতাঙ্গী চতুর্বক্ত্র বরপ্রদা।
চতুর্বক্ত্র সমারাধ্যা চতুর্বক্ত্র সমাশ্রিতা ॥ ৫৯
চতুর্বক্ত্রা চতুর্বাহা চতুর্থী চ চতুর্দ্দশী।
চিত্রা চর্মণ্বতী চৈত্রী চন্দ্রভাগা চ চম্পকা ॥ ৬০
চতুর্দ্দশ-যমাকারা চতুর্দশ-যমানুগা।
চতুর্দ্দশ-যমপ্রীতা চতুর্দ্দশযমপ্রিয়া ॥ ৬১
ছলস্থা ছিদ্ররূপা চ ছদ্মদা ছদ্মরাজিকা।
ছিন্নমস্তা তথা ছিন্না ছিন্নমুণ্ড-বিধারিণী ॥ ৬২
জয়দা জয়রূপা চ জয়ন্তী জয়মোহিনী।
জয়া জীবনসংস্থা চ জালন্ধর-নিবাসিনী ॥ ৬৩
জ্বালামুখী জ্বালদাত্রী জাজ্বল্যদহনোপমা।
জগদ্বন্দ্যা জগৎপূজ্যা জগৎত্রাণ-পরায়ণা ॥ ৬৪
জগতী জগদাধারা জন্মমৃত্যু-জরাপহা।
জননী জন্মভূমিশ্চ জন্মদা জয়শালিনী ॥ ৬৫
জ্বররোগহরা জ্বালাজ্বালামালা-প্রপূরিতা।
জম্ভারাতীশ্বরী জম্ভারাতি-বৈভবকারিণী ॥ ৬৬
জম্ভারাতিস্তুতা জম্ভারাতি-শত্রুনিষূদিনী।
জয়দুর্গা জয়ারাধ্যা জয়কালী জয়েশ্বরী ॥ ৬৭

জয়তারা জয়াতীতা জয়শঙ্করবল্লভা।
জলদা জহ্নুতনয়া জলধি-ত্রাসকারিণী ॥ ৬৮
জলধি-ব্যাধি-দমনী জলধি-জ্বর-নাশিনী।
জঙ্গমেশী জাড্যহরা জাড্যসত্ত্ব-নিবারিণী ॥ ৬৯
জাড্যগ্রস্ত-জনাতীতা জাড্যরোগ-নিবারিণী।
জন্মদাত্রী জন্মহর্ত্রী জয়ঘোষ-সমন্বিতা ॥ ৭০
জপযোগ-সমাযুক্তা জপযোগ-বিনোদিনী।
জপযোগপ্রিয়া জাপ্যা জপাতীতা জয়স্বনা ॥ ৭১
জায়াভাবস্থিতা জায়া জায়াভাব-প্রপূরিণী।
জপাকুসুমসঙ্কাশা জপাকুসুমপূজিতা ॥ ৭২
জপাকুসুমসম্প্রীতা জপাকুসুমমণ্ডিতা।
জপাকুসুমবস্তাসা জপাকুসুমরূপিণী ॥ ৭৩
জমদগ্নিস্বরূপা চ জানকী জনকাত্মজা।
ঝঞ্ঝাবাত-প্রমুক্তাঙ্গী ঝোরঝঙ্কারবাসিনী ॥ ৭৪
ঝঙ্কারকারিণী ঝঞ্ঝাবাতরূপা চ ঝঙ্করী।
ঞকারাণুস্বরূপা চ টবট্টঙ্কার-নাদিনী ॥ ৭৫
টংকারী টকুবাণী চ ঠকারাক্ষররূপিণী।
ডিণ্ডিমা চ তথা ডিম্ভা ডিণ্ডু-ডিণ্ডিম-নাদিনী ॥ ৭৬
ঢক্কাময়ী ঢিলময়ী নৃত্য-শব্দাবিলাসিনী।
ঢক্কা ঢক্কেশ্বরী ঢক্কাশব্দরূপা তথৈব চ ॥ ৭৭
ঢক্কানাদপ্রিয়া ঢক্কানাদ-সন্তুষ্টমানসা।
ণকারা ণাক্ষরময়ী ণাক্ষরাদি-স্বরূপিণী ॥ ৭৮
ত্রিপুরা ত্রিপুরময়ী ত্রিশক্তিস্ত্রিগুণাত্মিকা।
তামসী চ ত্রিলোকেশী ত্রিপুরা চ ত্রয়ীশ্বরী ॥ ৭৯
ত্রিবিদ্যা চ ত্রিরূপা চ ত্রিনেত্রা চ ত্রিরূপিণী।
তারিণী তরলা তারা তারকারি-প্রপূজিতা ॥ ৮০
তারকারি-সমারাধ্যা তারকারি-বরপ্রদা।
তারকারি-প্রসূ-স্তন্বী তরুণী তরলপ্রভা ॥ ৮১

ত্রিরূপা চ ত্রিপুরগা ত্রিশূলবরধারিণী।
ত্রিশূলিনী তন্ত্রময়ী তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদা ॥ ৮২
তন্ত্ররূপা তপোমূর্ত্তি-স্তন্ত্রমন্ত্র-স্বরূপিণী।
তড়িত্তড়িল্লতাকারা তত্ত্বজ্ঞান-প্রদায়িনী ॥ ৮৩
তত্ত্বজ্ঞানেশ্বরী দেবী তত্ত্বজ্ঞান-প্রমোদিনী।
ত্রয়ীময়ী ত্রয়ীসেব্যা ত্র্যক্ষরী ত্র্যক্ষরেশ্বরী ॥ ৮৪
তাপবিধ্বংসিনী তাপসঙ্ঘ-নির্মূলকারিণী।
ত্রাসকর্ত্রী ত্রাসহন্ত্রী ত্রাসদাত্রী চ ত্রাসহা ॥ ৮৫
তিথীশা তিথিরূপা চ তিথিস্থা তিথিপূজিতা।
তিলোত্তমা চ তিলদা তিলপ্রীতা তিলেশ্বরী ॥ ৮৬
ত্রিগুণা ত্রিগুণাকারা ত্রিপুরী ত্রিপুরাত্মিকা।
ত্রিকূটা ত্রিকূটাকারা ত্রিকূটাচলমধ্যগা। ৮৭
ত্রিজটা চ ত্রিনেত্রা চ ত্রিনেত্রবরসুন্দরী।
তৃতীয়া চ ত্রিবর্ষা চ ত্রিবিধা ত্রিমতেশ্বরী ॥ ৮৮
ত্রিকোণস্থা ত্রিকোণেশী ত্রিকোণযন্ত্রমধ্যগা।
ত্রিসন্ধ্যা চ ত্রিসন্ধ্যার্চ্যা ত্রিপদা ত্রিপদাস্পদা ॥ ৮৯
স্থানস্থিতা স্থলস্থা চ ধন্যস্থলনিবাসিনী।
থকারাক্ষররূপা চ স্থূলরূপা তথৈব চ ॥ ৯০
স্থূলহস্তা তথা স্থূলা স্থৈর্য্যরূপ-প্রকাশিনী।
দুর্গা দুর্গার্ত্তি-হন্ত্রী চ দুর্গবন্ধবিমোচিনী ॥ ৯১
দেবী দানবসংহন্ত্রী দনুজেশ-নিষূদিনী।
দারাপত্যপ্রদা নিত্যা শঙ্করার্দ্ধাঙ্গধারিণী ॥ ৯২
দিব্যাঙ্গী দেবমাতা চ দেবদুষ্ট-বিনাশিনী।
দীনদুঃখহরা দীন-তাপ-নির্মূলকারিণী ॥ ৯৩
দীনমাতা দীনসেব্যা দীনদম্ভ-বিনাশিনী।
দনুজধ্বংসিনী দেবী দেবকী দেববল্লভা ॥ ৯৪
দানবারিপ্রিয়া দীর্ঘা দানবারি-প্রপূজিতা।
দীর্ঘস্বরা দীর্ঘতনু-দীর্ঘদুর্গতি-নাশিনী ॥ ৯৫

দীর্ঘনেত্রা দীর্ঘচক্ষু দীর্ঘকেশী দিগম্বরী।
দিগম্বরপ্রিয়া দান্তা দিগম্বর-স্বরূপিণী ॥ ৯৬
দুঃখহীনা দুঃখহরা দুঃখসাগর-তারিণী।
দুঃখদারিদ্র্যশমনী দুঃখদারিদ্র্য-কারিণী ॥ ৯৭
দুঃখদা দুঃসহা দুষ্টখণ্ডৈনৈক-স্বরূপিণী।
দেববামা দেবসেব্যা দেবশক্তি-প্রদায়িনী ॥ ৯৮
দামিনী দামিনী-প্রীতা দামিনীশত-সুন্দরী।
দামিনীশত-সংসেব্যা দামিনীদাম-ভূষিতা ॥ ৯৯
দেবতাভাবসন্তুষ্টা দেবতাশতমধ্যগা।
দয়ার্দ্রা চ দয়ারূপা দয়াদানপরায়ণা ॥ ১০০
দয়াশীলা দয়াসারা দয়াসাগর-সংস্থিতা।
দশবিদ্যাত্মিকা দেবী দশবিদ্যা-স্বরূপিণী ॥ ১০১
ধরণী ধনদা ধাত্রী ধন্যা ধান্যপরা শিবা।
ধর্মরূপা ধনিষ্ঠা চ ধ্যেয়া চ ধীরগোচরা ॥ ১০২
ধর্মরাজেশ্বরী ধর্ম-কর্মরূপা ধনেশ্বরী।
ধনুর্বিদ্যা ধনুর্গম্যা ধনুর্দ্ধরবরপ্রদা ॥ ১০৩
ধর্মশীলা ধর্মলীলা ধর্মকর্মবিবর্জিতা।
ধর্মদা ধর্মনিরতা ধর্মপাষণ্ডখণ্ডিনী ॥ ১০৪
ধর্মেশী ধর্মরূপা চ ধর্মরাজ-বরপ্রদা।
ধর্মিণী ধর্মগেহস্থা ধর্মাধর্ম-স্বরূপিণী ॥ ১০৫
ধনদা ধনদপ্রীতা ধনধান্য-সমৃদ্ধিদা।
ধনধান্য-সমৃদ্ধিস্থা ধনধান্য-বিনাশিনী ॥ ১০৬
ধর্মনিষ্ঠা ধর্মধীরা ধর্মমার্গরতা সদা।
ধর্মবীজ-কৃতস্থানা ধর্মবীজ-সুরক্ষিণী ॥ ১০৭
ধর্মবীজেশ্বরী ধর্ম-বীজ-রূপা চ ধর্মগা।
ধর্মবীজ-সমুদ্ভূতা ধর্মবীজ-সমাশ্রিতা ॥ ১০৮
ধরাধর-পতিপ্রাণ-ধরাধর-পতি-স্তুতা।
ধরাধরেন্দ্র-তনুজা ধরাধরেন্দ্র-বন্দিতা ॥ ১০৯

ধরাধরেন্দ্র-গেহস্থা ধরাধরেন্দ্র-পালিনী ।
ধরাধরেন্দ্র-সর্বার্ত্তি-নাশিনী ধর্মপালিনী ॥ ১১০
নবীনা নির্মলা নিত্যা নগরাজ-প্রপূজিতা ।
নাগেশ্বরী নাগমাতা নাগকন্যা চ নগ্নিকা ॥ ১১১
নির্লেপা নির্বিকল্পা চ নির্লোভা নিরুপদ্রবা ।
নিরাহারা নিরাকারা নিরঞ্জন-স্বরূপিণী ॥ ১১২
নাগিনী নাগবিভবা নাগরাজ-পরিস্তুতা ।
নাগরাজ-গুণজ্ঞা চ নাগরাজ-সুখপ্রদা ॥ ১১৩
নাগলোকগতা নিত্যং নাগলোক-নিবাসিনী ।
নাগলোকেশ্বরী নাগভগিনী নাগপূজিতা ॥ ১১৪
নাগমধ্যস্থিতা নাগমোহ-সংক্ষোভদায়িনী ।
নৃত্যপ্রিয়া নৃত্যবতী নৃত্যগীত-পরায়ণা ॥ ১১৫
নৃত্যেশ্বরী নর্ত্তকী চ নৃত্যরূপা নিরাশ্রয়া ।
নারায়ণী নরেন্দ্রস্থা নরমুণ্ডাস্থি-মালিনী ॥ ১১৬
নরমাংসপ্রিয়া নিত্যা নররক্তপ্রিয়া সদা ।
নররাজেশ্বরী নারীরূপা নারীস্বরূপিণী ॥ ১১৭
নারীগণার্চিতা নারীমধ্যগা নূতনাম্বরা ।
নর্মদা চ নদীরূপা নদীসঙ্গম-সংস্থিতা ॥ ১১৮
নর্মদেশ্বর-সম্প্রীতা নর্মদেশ্বর-রূপিণী ।
পদ্মাবতী পদ্মমুখী পদ্মকিঞ্জল্ক-বাসিনী ॥ ১১৯
পট্টবস্ত্র-পরাধীনা পদ্মরাগ-বিভূষিতা ।
পরমা প্রীতিদা নিত্যা প্রেতাসননিবাসিনী ॥ ১২০
পরিপূর্ণ-রসোন্মত্তা প্রেমবিহ্বল-বল্লভা ।
পবিত্রাশব-নিঃপূতা প্রেয়সী পরমাত্মিকা ॥ ১২১
প্রিয়ব্রতপরা নিত্যা পরমপ্রেমদায়িনী ।
পুষ্পপ্রিয়া পদ্মকোশা পদ্মধর্ম-নিবাসিনী ॥ ১২২
ফেৎকারিণী-তন্ত্ররূপা ফেরুফেরব-নাদিনী ।
বংশিনী বেশরূপা চ বগলা-কাম-রূপিণী । ১২৩

বাঙ্ময়ী বসুধা ধৃষ্যা বাগ্‌ভবাখ্যা বরাননা ।
বুদ্ধিদা বুদ্ধিরূপা চ বিদ্যা বাদস্বরূপিণী ॥ ১২৪
বালা বৃদ্ধময়ীরূপা বাণী বাক্যনিবাসিনী ।
বরুণা বাগ্‌বতী বীরা বীরভূষণ-ভূষিতা ॥ ১২৫
বীরভদ্রার্চ্চিত-পদা বীরভদ্র-প্রসূরপি ।
বেদমার্গরতা বেদমন্ত্ররূপা বষট্‌প্রিয়া ॥ ১২৬
বীণাবাদ্য-সমাযুক্তা বীণাবাদ্য-পরায়ণা ।
বীণারবা তথা বীণাশব্দরূপা চ বৈষ্ণবী ॥ ১২৭
বৈষ্ণবাচারনিরতা বৈষ্ণবাচারতৎপরা ।
বিষ্ণুসেব্যা বিষ্ণুপত্নী বিষ্ণুরূপা বরাননা ॥ ১২৮
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা বিশ্বনির্মাণ-কারিণী ।
বিশ্বরূপা চ বিশ্বেশী বিশ্বসংহার-কারিণী ॥ ১২৯
ভৈরবী ভৈরবারাধ্যা ভূতভৈরব-সেবিতা ।
ভৈরবেশী তথা ভীমা ভৈরবেশ্বর-তুষ্টিদা ॥ ১৩০
ভৈরবাধীশ-রমণী ভৈরবাধীশ-পালিনী ।
ভীমেশ্বরী ভীমমাতা ভীমশব্দ-পারয়ণা ॥ ১৩১
ভীমরূপা চ ভীমেশী ভীমা ভীমবরপ্রদা ।
ভীমপূজিত-পাদাব্জা ভীমভৈরব-পালিনী ॥ ১৩২
ভীমাসুর-ধ্বংসকরী ভীমদুষ্ট-বিনাশিনী ।
ভুবনা ভুবনারাধ্যা ভবনী ভূতিদা সদা ॥ ১৩৩
ভয়দা ভয়হন্ত্রী চ অভয়াভয়রূপিণী ।
ভীমনাদা বিহ্বলা চ ভয়ভীতি-বিনাশিনী ॥ ১৩৪
মত্তা প্রমত্তরূপা চ মদোন্মত্ত-স্বরূপিণী ।
মান্যা মনোজ্ঞা মানা চ মঙ্গলা চ মনোহরা ॥ ১৩৫
माननীয়া মহাপূজ্যা মহিষীদুষ্টমর্দ্দিনী ।
মহিষাসুরহন্ত্রী চ মাতঙ্গী ময়বাসিনী ॥ ১৩৬
মাধ্বী মধুময়ী মুদ্রা মুদ্রিকা মন্ত্ররূপিণী ।
মহাবিশ্বেশ্বরী-দূতী মৌলিচন্দ্র-প্রকাশিনী ॥ ১৩৭

যশঃস্বরূপিণী দেবী যোগমার্গ-প্রদায়িনী।
যোগিনী যোগগম্যা চ যাম্যেশী যোগরূপিণী ॥ ১৩৮
যজ্ঞাঙ্গী চ যোগময়ী জপরূপা জপাত্মিকা।
যুগাখ্যা চ যুগান্তা চ যোনিমণ্ডল-বাসিনী ॥ ১৩৯
অযোনিজা যোগনিদ্রা যোগানন্দ-প্রদায়িনী।
রমা রতিপ্রিয়া নিত্যা রতিরাগ-বিবর্দ্ধিনী ॥ ১৪০
রমণী রাসসম্ভূতা রম্যা রাসপ্রিয়া রসা।
রণোৎকণ্ঠা রণস্থা চ বরারঙ্গ-প্রদায়িনী ॥ ১৪১
রেবতী রণজৈত্রী চ রসোদ্ভূতা রণোৎসবা।
লতা লাবণ্যরূপা চ লবণাব্ধি-স্বরূপিণী ॥ ১৪২
লবঙ্গকুসুমারাধ্যা লোলজিহ্বা চ লেলিহা।
বশিনী বনসংস্থা চ বনপুষ্পপ্রিয়া বরা ॥ ১৪৩
প্রাণেশ্বরী বুদ্ধিরূপা বুদ্ধিদাত্রী বুধাত্মিকা।
শমনী শ্বেতবর্ণা চ শাঙ্করী শিবভাষিণী ॥ ১৪৪
শ্যাম্যরূপা শক্তিরূপা শক্তিবিন্দু-নিবাসিনী।
সর্ব্বেশ্বরী সর্বদাত্রী সর্বমাতা চ শর্বরী ॥ ১৪৫
শাম্ভবী সিদ্ধিদা সিদ্ধা সুষুম্নাস্বর-ভাষিণী।
সহস্রদলমধ্যস্থা সহস্রদলবর্ত্তিনী ॥ ১৪৬
হরপ্রিয়া হরধ্যেয়া হূংকার-বীজরূপিণী।
লঙ্কেশ্বরী চ তরলা লোমমাংস-প্রপূজিতা ॥ ১৪৭
ক্ষেম্যা ক্ষেমকরী ক্ষামা ক্ষীরবিন্দু-স্বরূপিণী।
ক্ষিপ্তচিত্তপ্রদা নিত্যা ক্ষৌমবস্ত্র-বিলাসিনী ॥ ১৪৮
ছিন্না চ ছিন্নরূপা চ ক্ষুধা ক্ষৌৎকার-রূপিণী।
সর্ববর্ণময়ী দেবী সর্বসম্পৎ-প্রদায়িনী ॥ ১৪৯
সর্বসম্পৎ-প্রদাত্রী চ সম্পদাপদ-ভূষিতা।
সত্ত্বরূপা চ সর্বার্থা সর্বদেব-প্রপূজিতা ॥ ১৫০
সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বমাতা সর্বজ্ঞা সুরসাত্মিকা।
সিন্ধুর্মন্দাকিনী গঙ্গা নদীসাগর-রূপিণী ॥ ১৫১

সুকেশী মুক্তকেশী চ ডাকিনী বরবর্ণিনী ।
জ্ঞানদা জ্ঞানগগনা সোমমণ্ডলবাসিনী ॥ ১৫২
আকাশনিলয়া নিত্যা পরমাকাশরূপিণী ।
অন্নপূর্ণা মহানিত্যা মহাদেব-রসোদ্ভবা ॥ ১৫৩
মঙ্গলা কালিকা চণ্ডা চণ্ডনাদাতিভীষণা ।
চণ্ডাসুরস্য মথিনী চামুণ্ডা চপলাত্মিকা ॥ ১৫৪
চণ্ডী চামরকেশী চ চলৎকুণ্ডল-ধারিণী ।
মুণ্ডমালাধরা নিত্যা [১]চণ্ডমুণ্ডবিলাসিনী ॥ ১৫৫
খড়্গহস্তা মুণ্ডহস্তা বরহস্তা বরপ্রদা ।
অসিচর্মধরা নিত্যা পাশাঙ্কুশধরা পরা ॥ ১৫৬
শূলহস্তা শিবহস্তা ঘণ্টানাদ-বিলাসিনী ।
ধনুর্ব্বাণ-ধরাদিত্যা নাগহস্তা নগাত্মজা ॥ ১৫৭
মহিষাসুরহন্ত্রী চ রক্তবীজ-বিনাশিনী ।
রক্তরূপা রক্তগাত্রা রক্তহস্তা ভয়প্রদা ॥ ১৫৮
অসিতা চ ধর্মধরা পাশাঙ্কুশধরা পরা ।
ধনুর্বাণধরা নিত্যা ধূম্রলোচন-নাশিনী ॥ ১৫৯
পরস্থা দেবতামূর্ত্তিঃ শর্বাণী শারদা পরা ।
নানাবর্ণ-বিভূষাঙ্গী নানারাগ-সমাপিনী ॥ ১৬০
পশুবস্ত্র-পরীধানা পুষ্পায়ুধ-ধরা পরা ।
মুক্তরঞ্জিতমালাঢ্যা মুক্তাহার-বিলাসিনী ॥ ১৬১
স্বর্ণকুণ্ডল-ভূষা চ স্বর্ণসিংহাসন-স্থিতা ।
সুন্দরাঙ্গী সুবর্ণাভা শাম্ভবী শকটাত্মিকা ॥ ১৬২
সর্বলোকেশ-বিদ্যা চ মোহসম্মোহ-কারিণী ।
শ্রেয়সী সৃষ্টিরূপা চ ছিন্নচ্ছদ্মময়ী চ্ছলা ॥ ১৬৩
ছিন্নমুণ্ডধরা নিত্যা নিত্যানন্দ-বিধায়িনী ।
নন্দা পূর্ণা চ রিক্তা চ তিথয়ঃ পূর্ণষোড়শী ॥ ১৬৪

---

১। খণ্ড।

কুহূঃ সংক্রান্তিরূপা চ পঞ্চপর্ব-বিলাসিনী।
পঞ্চবাণধরা নিত্যা পঞ্চমপ্রীতিদা পরা ॥ ১৬৫
পঞ্চপত্রমভীলাষা পঞ্চামৃত-বিলাসিনী।
পাঞ্চালী পঞ্চমী দেবী পঞ্চরক্ত-প্রসারিণী ॥ ১৬৬
পঞ্চবাণধরা নিত্যা নিত্যদাত্রী দয়াপরা।
পললাদি-প্রিয়া নিত্যা পশুগম্যা পরেশিতা ॥ ১৬৭
পরা পররহস্যা চ পরমপ্রেমবিহ্বলা।
কুলীনা কেশিমার্গস্থা কুলমার্গ-প্রকাশিনী ॥ ১৬৮
কুলাকুল-স্বরূপা চ কুলার্ণবময়ী কুলা।
রুক্মা চ কালরূপা চ কালকম্পন-কারিণী ॥ ১৬৯
বিলাসরূপিণী ভদ্রা কুলাকুলনমস্কৃতা।
কুবেরবিত্তধাত্রী চ কুমারজননী পরা ॥ ১৭০
কুমারীরূপসংস্থা চ কুমারীপূজনাত্মিকা।
কুরঙ্গনয়না দেবী দিনেশাস্যাপরাজিতা ॥ ১৭১
কুণ্ডলী কদলী সেনা কুমার্গরহিতা বরা।
অনন্তরূপানন্তস্থা আনন্দসিন্ধু-বাসিনী ॥ ১৭২
ঈলাস্বরূপিণী দেবী ঈঙ্গভেদভয়ঙ্করী।
ইড়লা পিঙ্গলা নাড়ী ইকারাক্ষর-রূপিণী ॥ ১৭৩
উমা উৎপত্তিরূপা চ উচ্চভাববিনাশিনী।
ঋগ্বেদা চ নিরারাধ্যা যজুর্বেদ-প্রপূজিতা ॥ ১৭৪
সামবেদেন সঙ্গীতা অথর্ববেদ-ভাষিণী।
ঋকার-রূপিণী ঋক্ষা নিরক্ষর-স্বরূপিণী ॥ ১৭৫
অহিদুর্গা-সমাচারা ইকারার্ণ-স্বরূপিণী।
ওঁকারা প্রণবস্থা চ ওঁকারাদি-স্বরূপিণী ॥ ১৭৬
অনুলোম-বিলোমস্থা থকারবর্ণ-সম্ভবা।
পঞ্চাশদ্বর্ণ-বীজাঢ্যা পঞ্চাশন্মুণ্ড-মালিকা ॥ ১৭৭
প্রত্যেকাদশসংখ্যা চ ষোড়শী ছিন্নমস্তকা।
ষড়ঙ্গযুবতীপূজ্যা ষড়ঙ্গরূপবর্জিতা ॥ ১৭৮

ষড়্বক্ত্র্সংশ্রিতা নিত্যা বিশ্বেশী মঙ্গদালয়া।
মালামন্ত্রময়ী মন্ত্রজপমাতা মদালসা ॥ ১৭৯
সর্ববিশ্বেশ্বরীশক্তিঃ সর্বানন্দপ্রদায়িনী।
ইতি শ্রীছিন্নমস্তায়াঃ সহস্রনামমুত্তমম্ ॥ ১৮০
পূজাক্রমেণ কথিতং সাধকানাং সুখাবহম্।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং ন সংশয়ঃ ॥ ১৮১
অর্দ্ধরাত্রে মুক্তকেশো ভক্তিযুতো ভবেন্নরঃ।
জপিত্বা পূজয়িত্বা চ পঠেন্নামসহস্রকম্ ॥ ১৮২
বিদ্যাসিদ্ধির্ভবেত্তস্য ষণ্মাসাভ্যাসযোগতঃ।
যেন কেন প্রকারেণ দেবীভক্তিপরো ভবেৎ ॥ ১৮৩
অখিলাং স্তম্ভয়েল্লোকান্ রাজ্ঞানমপি মোহয়েৎ।
আকর্ষয়েদ্দেবশক্তিং মারয়েদ্দেবিবিদ্বিষম্ ॥ ১৮৪
শত্রবো দাসতাং যান্তি পাপানি যান্তি সংক্ষয়ম্।
মৃত্যুশ্চ ক্ষয়তাং যাতি পঠনাস্ত্রাষণাৎ প্রিয়ে ॥ ১৮৫
প্রশস্তায়াঃ প্রসাদেন কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে।
ইদং রহস্যং পরমং পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ ॥ ১৮৬
ধৃত্বা বাহৌ মহাসিদ্ধিঃ প্রাপ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
অনয়া সদৃশী বিদ্যা বিদ্যতে ন মহেশ্বরী ॥ ১৮৭
বারমেকং তু যোঽধীতে সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
কুলবারে কুলাষ্টম্যাং কুহূ-সংক্রান্তি-পূর্ণিমা ॥ ১৮৮
যশ্চেমাং পঠতে বিদ্যাং তস্য সম্যক্ ফলং শৃণু।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পঠেন্নামসহস্রকম্ ॥ ১৮৯
ভক্ত্যা স্তুত্বা মহাদেবীং সর্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
সর্বপাপৈর্বিনির্মুক্তঃ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৯০
অষ্টম্যাং বা নিশীথে চ চতুষ্পথগতো নরঃ।
মাষভক্তবলিং দত্ত্বা পঠেন্নামসহস্রকম্ ॥ ১৯১
সুদর্শবামবেদ্যাস্ত মাসত্রয়বিধানতঃ।
দুর্জয়ঃ কামরূপশ্চ মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ১৯২

কুমারীপূজনং নাম-মন্ত্রমাত্রং পঠেন্নরঃ।
এতন্মন্ত্রস্য পঠনাৎ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।। ১৯৩
ইতি তে কথিতং দেবী সর্বসিদ্ধিপরং নরঃ।
জপ্তা স্তুত্বা মহাদেবীং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ১৯৪
ন প্রকাশ্যমিদং দেবি সর্বদেব-নমস্কৃতম্।
ইদং রহস্যং পরমং গোপ্তব্যং পশুসঙ্কটে।। ১৯৫
ইতি সকলবিভূতি-র্হেতুভূতং প্রশস্তং,
পঠতি য ইহ মর্ত্ত্য-শ্ছিন্নমস্তাস্তবঞ্চ।
ধনদ ইব ধনাঢ্যো माननীয়ো নৃপাণাং,
স ভবতি চ জনানামাশ্রয়ঃ সিদ্ধিবেত্তা ॥ ১৯৬

ইতি শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রে শিব-পার্ব্বতী-সংবাদে
শ্রীছিন্নমস্তা-সহস্রনাম-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

॥ গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

## নবভারত প্রকাশিত তন্ত্র এবং পুরাণগ্রন্থমালা

বৃহৎ তন্ত্রসার, ইন্দ্রজালাদি সংগ্রহ, রুদ্রযামলম্, প্রাণতোষিণীতন্ত্র, পূজা-প্রদীপ, সাধন-প্রদীপ, পুরশ্চরণ-প্রদীপ, গীতা-প্রদীপ, সন্ধ্যা প্রদীপ, তারাতন্ত্রম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, সিদ্ধনাগার্জ্জুন কক্ষপুট, পরশুরাম কল্পসূত্র, তারারহস্য, নীলতন্ত্র, নিরুত্তরতন্ত্র, অন্নদাকল্প, মাতৃকাভেদতন্ত্র, কঙ্কাল-মালিনীতন্ত্র, নিত্যোৎসব, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, শারদাতিলক, নিত্যোষোড়-শিকার্ণব, যোগিনী হৃদয়, বগলামুখীতন্ত্র,

শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা,

সহাস্য বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, আনন্দ লহরী, শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী, দত্তাত্রেয়তন্ত্রম, গৌতমীয় তন্ত্রম, যোগিনীতন্ত্রম্, শ্যামারহস্যম, আগম তত্ত্ব বিলাস, তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কার ও শ্রাদ্ধ পদ্ধতি, তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজা পদ্ধতি ও রহস্য পূজা পদ্ধতি, পুরশ্চরনোল্লাস, শ্রীশ্রী দশমহাবিদ্যা তত্ত্ব, রহস্য,তন্ত্র সংগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব-বিচার, কল্কিপুরাণম্, তন্ত্র আলোকের দুই বাংলার সতীপিঠ, বশীকরণ তন্ত্র, পুঃশ্চরণরত্নাকর। কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ, শিব পুরাণ, সাম্ব পুরাণ, দেবী ভাগবত, বক্ষ্মবৈবর্ত পুরাণ,

বিষ্ণু পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, গরুড় পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, কুর্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, বায়ু পুরাণ, বামন পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ, শ্রী মহাভাগবত পুরাণ, পদ্ম পুরাণ (স্বর্গ খণ্ড), পদ্ম পুরাণ (ভূমি খণ্ড), পদ্ম পুরাণ (পাতাল খণ্ড), পদ্ম পুরাণ (সৃষ্টি খণ্ড), পদ্মপুরাণ (বক্ষ্মখণ্ড), পদ্মপুরাণ (ক্রিয়াযোগ সার), পদ্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড), ভবিষ্য পুরাণ, সৌর পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ ১ম (মহেশ্বর খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ২য় (বিষ্ণু খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ৩য় (ব্রহ্ম খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ৪র্থ (কাশী খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ৫ম (আরণ্য খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ৬ষ্ঠ (নাগর খণ্ড), স্কন্দ পুরাণ ৭ম (প্রভাস খণ্ড),

বিস্মৃত অতীতের সন্ধানে ফিরে দেখা
হিমাদ্রি নন্দন সিংহ

মায়াতন্ত্রম, যোনীতন্ত্রম, ক্রিয়োডিশ তন্ত্রম, কামধেনু তন্ত্রম, কঙ্কালমালিনী, ভূতডামঃ তন্ত্রম, নীলতন্ত্রম
সর্ব্ব-দেবদেবীর মন্ত্রকোষ
শিবতত্ত্ব-প্রদীপিকা
মাতৃকাভেদতন্ত্রম্ ,সংশয় নিরাস
দত্তাত্রেয় তন্ত্রম্ ,মহাবিদ্যানতন্ত্রম্ (তারাখণ্ডম্) ,নিগম তত্ত্বসার তন্ত্রম, জগদ্ধাত্রী তন্ত্রম।

মুল্য ঃ ১০০ টাকা মাত্র।